

إمام أعظم ابو حنیفہؒ اور امام بخاریؒ  
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ও

ইমাম বুখারী (রহ.)

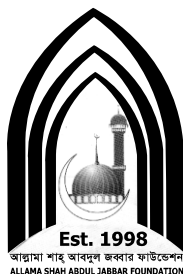
একটি পর্যালোচনা

মূল

ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

অনুবাদ

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

---

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.)

মূল: ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

---

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে

আবদুল আদিল আল-হাসান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

---

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

---

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: শাওয়াল ১৪৩৬ হি. = আগস্ট ২০১৫ খ্রি.

---

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৩০, বিষয় ক্রমিক: ০৩

---

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

---

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

---

মূল্য: ১৫০ [একশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

---

**Imam Abu Hanifa O Imam Bukhari: Akti Parzalochona:** By: Prof. Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, Translated In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 150 Tk

e-mail: [abdulhai.nadvi@yahoo.com](mailto:abdulhai.nadvi@yahoo.com)

[saajctg@yahoo.com](mailto:saajctg@yahoo.com)

[www.saajbd.org](http://www.saajbd.org)

## সূচিপত্র

প্রাক কথা

০৮

### প্রথম অধ্যায়

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম বুখারী  
(রহ.)-এর শিক্ষকগণের শিক্ষক

১০

১. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পিতা ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (রহ.) দুই সিলসিলায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন ১০
  ১. ইমাম বুখারী (রহ.) পিতা ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ১০
  ২. ইমাম বুখারী (রহ.) পিতা ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (রহ.) থেকে, তিনি হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ১১
- হাদীসের মূলনীতির আলোকে কিছু সূক্ষ্ম আলোচনা ১৪
- ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের চর্চার পূর্বেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর শিষ্যদের কিতাবসমূহ পড়েছেন ১৬
২. ইমাম বুখারী (রহ.) শুধু একটিমাত্র মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলে ১৭
  ১. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ১৭
  ২. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম যাহ্‌হাক ইবনে মাখলাদ (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ১৯

৩. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-  
আনসারী (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা  
(রহ.) থেকে ২০
৪. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু আবদুর রহমান আল-  
মুকরী (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)  
থেকে ২১
৫. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা  
(রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ২২
৬. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ফযল ইবনে দুকায়ন (রহ.)  
থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ২৩
৩. ইমাম বুখারী (রহ.) দু'মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা  
(রহ.)-এর শিষ্য ২৪
৭. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম  
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম  
আবু হানিফা (রহ.) থেকে ২৬
৮. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ইবরাহীম ইবনে মুসা (রহ.)  
থেকে, তিনি ইমাম ইয়াযীদ ইবনে যুরাই' (রহ.)  
থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ২৬
৯. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আমর ইবনে যুরারা (রহ.)  
থেকে, তিনি ইমাম হুশাইম ইবনে বশীর (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে, ২৭
১০. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব  
(রহ.) থেকে, তিনি আব্বাদ ইবনে আওয়াম (রহ.)  
থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ২৮
১১. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন  
(রহ.) থেকে, তিনি ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ  
(রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে, ৩০
১২. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মাহমুদ ইবনে গায়লান  
(রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবদুর রায়যাক ইবনে  
হাম্মাম (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)  
থেকে ৩১

## দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সুলাসিয়াত হাদীসের  
বর্ণনাকারীও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ৩৩

১. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উঁচু সনদ সুলাসিয়াত (তিন  
বর্ণনাকারী বিশিষ্ট সনদ) ৩৩
২. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ২২ সুলাসিয়াত থেকে ২১টির  
রাবী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন ৩৩
৩. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সুলাসিয়াতের রাবী, যাঁরা ইমাম  
আবু হানিফা (রহ.) ছাত্র ছিলেন ৩৪
  ১. ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (ওফাত: ২১৫ হি.) ৩৪
  ২. ইমাম আবু আসিম আয-যাহ্‌হাক ইবনে মাখলাদ আন-  
নাবীল (ওফাত: ২১২ হি.) ৩৪
  ৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী  
(ওফাত: ২১৫ হি.) ৩৫
  ৪. ইমাম খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া (ওফাত: ২১৩ হি.) ৩৫
৪. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ২২ সুলাসিয়াতের সনদ ও  
মতনসমূহ ৩৬

## তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে  
বর্ণনা না করার কারণ ও পর্যালোচনা ৪৯

১. কোন মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা না করা তাঁর দুর্বলতার  
প্রমাণ নয় ৪৯
  ১. বুখারী ও মুসলিম ইমাম শাফিরী (রহ.)-এরও কোন  
বর্ণনা নেই ৫০
  ২. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল  
(রহ.) থেকে শুধু একটিমাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন ৫১
  ৩. ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর আস-সহীহ কিতাবে তাঁর  
শায়খ আয-যুহলী (রহ.)-এর পুরো নাম নেননি ৫৩  
পুরো নাম না নেওয়ার কারণ কুরআন সৃষ্টি বলার  
আকীদার অভিযোগ ৫৩

৪. ইমাম মুসলিম (রহ.) আস-সহীহ কিতাবে ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে একটি হাদীসও নেননি ৫৬  
ইমাম মুসলিম (রহ.) ও তাঁর মাশায়েখ: একটি পর্যালোচনা ৫৮
৫. ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সনদে তিরমিযী শরীফে শুধু একটি বর্ণনা ৬১  
সুনানে তিরমিযীতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬২  
তিরমিযী শরীফে দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬২
৬. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সনদের সুনানে নাসায়ীতে শুধু একটি হাদীস ৬৪
৭. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সিলসিলাতুয যাহাবে একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন ৬৪
২. বর্ণনা না আনার কারণ ঈমানের সংজ্ঞায় মতানৈক্য ৬৭
  ১. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে ঈমান কথা ও কাজের নাম ৬৭
  ২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নিকট ঈমান অন্তরের বিশ্বাস ও মুখে স্বীকার করার নাম ৬৮
  ৩. ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, 'আমি আমার বিশ্বাসের বিপরীত আকীদা পোষণকারী থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করিনি।' ৬৯
  ৪. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে হাদীসে দুর্বল হওয়ার অপবাদ দেননি ৭০
  ৫. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়া হওয়ার অপবাদের বাস্তবতা কী? ৭০  
আমল ঈমানের অংশ নয় ৭৬
  ৬. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওপর কুরআনকে সৃষ্টি বলার অপবাদ ৭৭
  ৭. হাসীসগ্রন্থ সিহাহ সিতায়ও মুরজিয়া থেকে বর্ণনা করা হয়েছে ৭৮

১. ইমাম আবদুল আযীয ইবনে আবী রওয়াদ (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়া অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস বর্ণনা	৭৯
২. ইমাম ইবরাহীম ইবনে তাহমান (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়ার অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা	৮০
৩. ইমাম আইয়ুব ইবনে আয়িয (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়ার অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস বর্ণনা	৮১
৪. ইমাম উসমান ইবনে গিয়াস (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়ার অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তার হাদীস বর্ণনা	৮২
৫. ইমাম ওমর ইবনে যর আল-হামদানী (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়ার অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস বর্ণনা	৮৩
৬. ইমাম আবু মুআবিয়া মুহাম্মদ ইবনে হাযম (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়ার অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস বর্ণনা	৮৪
বুখারীতে আরও ১১ জন মুরজিয়া রাবী (বর্ণনাকারী)-এর তালিকা	৮৭
কিছু সন্দেহের নিরসন	৮৯

গ্রন্থপঞ্জি	৯১
-------------	----

## প্রাক কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ!

ইমাম আযম আবু হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত (রহ.); তাঁকে সারা বিশ্বের ইমাম-পথপ্রদর্শক বলা হয়। ব্যক্তি যত বড় হয় তাঁর বিরোধিতাও তত বেশি হয়। তাই ইমাম আযম (রহ.)-কেও কঠিন বিরোধিতা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যুগে যুগে তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি যে অপবাদ তা হলো তিনি নাকি হাদীসে বিজ্ঞ নন। যা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। যেখানে পুরো বিশ্বের ৮০ ভাগ মুসলমান ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ফিকহী মূলনীতির অনুসারী, তারপরও তাঁকে হাদীসে অনভিজ্ঞ বলা হচ্ছে।

পাকিস্তানের লাহোরে ১৯৫১ সালে জন্ম নেওয়া কুরআন-হাদীসের যুগোপযোগী গবেষক ও দার্শনিক প্রফেসর ড. আল্লামা মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী হাদীস ও ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর অবদান ও কর্মকে সংকলন করেছেন ইমাম আবু হানিফা ইমামুল আইয়িম্মা ফিল হাদীস নামে এক সুবিশাল গ্রন্থে। উল্লিখিত বইয়ের একটি অংশ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.): একটি পর্যালোচনা নামে আপনাদের সামনে পেশ করা হলো।

এ কিতাবে তিনি নির্ভরযোগ্য সূত্রে একথা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন হাদীসশাস্ত্রে কিবারে সাহাবা, আহলে বায়তে রাসূল (সা.)-এর ইমাম, কিবারে তাবিঈনের একমাত্র উত্তরাধিকার। একই সাথে ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইমাম



ইবনে মাজাহ (রহ.)সহ অন্যান্য হাদীস ও ফিকহের ইমামদের শায়খদের শায়খ ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)। যদি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্যদের বর্ণনা এক দিকে রাখা হয় তবে সিহাহ সিভা ও অন্যান্য হাদীস ও ফিকহগ্রন্থে তেমন কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

ইতঃপূর্বে আমার এসব বিষয়ে কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে এবং তা পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। তাই মহান আল্লাহর দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ১. হাদীস, ফিকহ, ইজতিহাদ ও তাকলীদ, ২. হাদীস, ফিকহ ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ৩. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও কসীদায়ে নু'মান, ৪. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১. সাহাবা, আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ২. সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)সহ আগামীতে আরও কিছু বই প্রকাশ করার আশা রাখি। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, যেন আমাদের এসব মহান ইমামবর্গের জীবনাদর্শ জানার, বোঝার এবং সে মতে আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

০১ রামাযান ১৪৩৬ হি.  
চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

**প্রথম অধ্যায়**  
**ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম বুখারী**  
**(রহ.)-এর শিক্ষকগণের শিক্ষক**

সিহাহ সিভার হাদীসের অনেক শায়খ ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য। বাস্তবতার আলোকে বলতে হয় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহের ইমামগণ ছাড়াও হাদীসের ইমামদের ইমাম। এ পরিচ্ছদে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী (রহ.) নিয়ে আলোচনা করা হল। যিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পৌত্র শিষ্য।

**১. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পিতা ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম (রহ.) দুই সিলসিলায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন**

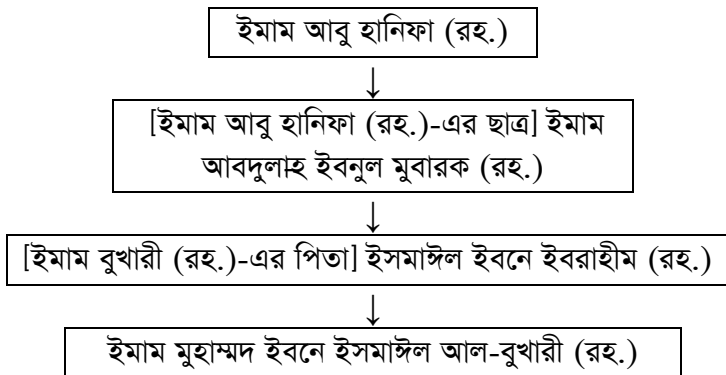
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পিতার নাম ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা আল-জু'ফী আল-বুখারী। এখন কথা হল ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দুই শায়খ তথা ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ও ইমাম হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.) উভয়ই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য। এ দু'পদ্ধতিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রপৌত্র শিষ্য।

নীচে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিজ পিতার মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পর্যন্ত হাদীসের সনদের নকশা দেওয়া হলো:

**ইমাম বুখারী পর্যন্ত ইমাম আবু হানিফার হাদীসের সনদ**

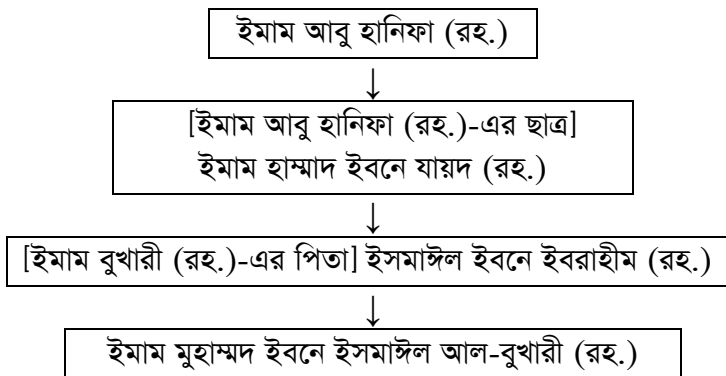
১১ ॥

ইমাম বুখারী (রহ.) পিতা ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে। যথা—



॥২॥

ইমাম বুখারী (রহ.) পিতা ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (রহ.) থেকে, তিনি হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে। যথা—



১. ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পিতার জীবনীতে লিখেছেন,

رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ.

‘হযরত ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (রহ.) হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

২. ইমাম আল-কাস্তালানী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পিতা সম্পর্কে লিখেছেন,

<sup>১</sup> আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ১, পৃ. ২৪০

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ سَمِعَ مِنْ مَالِكٍ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَصَحَّبَ  
ابْنَ الْمُبَارَكِ.

‘হযরত ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.) ও হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন।’<sup>১</sup>

৩. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পিতা হযরত ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (রহ.) হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.) ও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের কথা উল্লেখ করেছেন।<sup>২</sup>

ব্যাপার হল ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পিতা ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (রহ.) হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.) ও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁরা উভয়েরই শায়খ ছিলেন। একথার ওপর হাদীস ও সনদবিশারদ ইমামগণের সাক্ষ্য রয়েছে।

৪. ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর আত-তারিখুল কবীর কিতাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,

نُعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ أَبُو حَنِيفَةَ الْكُوفِيُّ .. رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

‘ইমাম আবু হানিফা নু’মান ইবনে সাবিত আল-কুফী (রহ.) থেকে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বর্ণনা করেছেন।’<sup>৩</sup>

৫. ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ব্যাপারে বলেন,

أَبُو حَنِيفَةَ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী (রহ.), ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ও হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।’<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> আল-কাস্তালানী, ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩১

<sup>২</sup> আল-বুখারী, আত-তারিখুল কবীর, খ. ১, পৃ. ৩৪২-৩৪৩, ক্র. ১০৮৪

<sup>৩</sup> আল-বুখারী, আত-তারিখুল কবীর, খ. ৮, পৃ. ৮১, ক্র. ২২৫৩

<sup>৪</sup> ইবনে আবদুল বারর, জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফয়লিহি, খ. ২, পৃ. ১৪৯, ক্র. ২১১২

৬. এ ছাড়া ইমাম ইবনে আবু হাতিম (রহ.) আল-জারহ ওয়াত তা'দীলে (৮/৪৪৯), খতীবুল বগদাদী (রহ.) তারিখু বগদাদে (১৩/৩২৪), ইমাম আবু আবদুল্লাহ আস-সায়মারী (রহ.) আখবারু আবী হানিফা ওয়া আসহাবিহী (পৃ. ১২৫), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল (২৯/৪২০), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) সিয়রু আ'লামিন নুবালা (৬/৩৯৩) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) তাবযীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা (পৃ. ৭৮)-এ ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করার কথা উল্লেখ করেছেন।

৭. এভাবে আস-সীরাতুশ শামিয়া প্রণেতা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (রহ.)ও হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.)-কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্যদের অর্ন্তভুক্ত করেছেন।<sup>১</sup>

৮. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর নিকট ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর লিখানো জ্ঞান ছিল। তিনি বহুবার ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কিতাব লিখেছেন। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) নিজেই বলেন,

كَتَبْتُ كُتُبَ أَبِي حَنِيفَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَكَانَتْ تَفْعُ فِيهَا زِيَادَاتٌ، فَأَكْتُبُهَا.

‘আমি কয়েক বার ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কিতাব লিখেছি। সেখানে কোন কিছু বৃদ্ধি হলে আমি লিখে নিতাম।’<sup>২</sup>

৯. ইমাম আতিয়া ইবনে আসবাত (রহ.) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا قَدِمَ الْكُوفَةَ تَقَدَّمَ عَلَى زُفَرٍ، فَيُعِيرُهُ كُتُبَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فَيَكْتُبُهَا حَتَّى يَكْتُبَهَا مَرَارًا.

‘ইবনুল মুবারক যখনই কূফায় আসতেন, যুফরের সেখানে আসতেন। তখন তিনি তাকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কিতাব এনে দিতেন। তখন তিনি তা নকল করে নিতেন, এমনকি তিনি কয়েকবার তা নকল করে নিয়েছেন।’<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> আস-সালিহী, উক্বদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নু'মান, পৃ. ১০৮

<sup>২</sup> আস-সায়মারী, আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, পৃ. ১৩৬

<sup>৩</sup> আস-সায়মারী, আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, পৃ. ১৩৭

এ থেকে বোঝা গেল যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণিত কিতাবের পাণ্ডুলিপি তাঁর ঘরে বিদ্যমান ছিল। এ কারণে মানুষেরা তাঁকে আহলে রায় বলতেন।

### হাদীসের মূলনীতির আলোকে কিছু সূক্ষ্ম আলোচনা

১. সার কথা বর্ণনা করার পূর্বে জরুরি যে, হাদীস ও ফিকহের বর্ণনা শিক্ষা দেওয়ার ও গ্রহণের আলোচনার পূর্বে মুহাদ্দিসগণের নিকট প্রচলিত পদ্ধতির আলোচনা করা দরকার। যাতে সন্দেহ দূরীভূত হয়। কেননা মুহাদ্দীসগণ কোন রাবী থেকে বর্ণনা করতে বা শুনতে এবং কোন ফকীহ থেকে ফিকাহ শিক্ষা গ্রহণ করতে তাদের বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন— কারো থেকে বর্ণনা করতে বা শুনতে মুহাদ্দীসগণ নিজ কিতাবে رَوَى، رَوَى عَنْ فُلَانٍ، سَمِعَ فُلَانٌ فُلَانًا، سَمِعَ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ، رَوَى عَنْهُ فُلَانٌ، فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ ও سَمِعَ مِنْهُ فُلَانٌ—এর মতো পরিভাষা ব্যবহার করতেন এবং এর বিপরীতে মুহাদ্দীসগণ কোন ফকীহ-মুহাদ্দীস থেকে ফিকাহ শিখতে বা শিখাতে প্রকাশ করতেন، تَفَقَّهَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ، تَفَقَّهَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ، تَفَقَّهَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ ও تَفَقَّهَ عَلَى فُلَانٍ تَفَقَّهَ فُلَانٌ—এ ধরনের পরিভাষা ব্যবহার করতেন।
২. ইমাম বুখারী (রহ.) শুধু একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন না, বরং ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী (রহ.)-এর মতো আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ছিলেন। তাই ধারণা করা তিনি رَوَى عَنْهُ ও تَفَقَّهَ بِهِ—এর শব্দের পার্থক্য বুঝতেন না—তা নিতান্ত ভুল। তাই তিনি আত-তারিখুল কবীরে যখন বলেন، رَوَى عَنْهُ [আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বর্ণনা করেছেন আবু হানিফা থেকে], মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা মতে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীস বর্ণনা করা, ফিকাহ শিক্ষা করা নয়।
৩. এ পরিভাষার আলোকে উল্লিখিত সকল বর্ণনা যাচাই করলে বোঝা যাবে, যদি ইমাম বুখারী (রহ.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ও (রহ.) হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.)-কে ফিকহে প্রসিদ্ধ জানতেন তখন

তারা ফিকহের ইঙ্গিত বাহক কোন শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁরা সে রকম করেননি। যা দ্বারা বোয়া যায়, ইমাম বুখারী (রহ.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে رَوَى عَنْهُ বাক্য ব্যবহার করে সে সকল ব্যক্তিবর্গকে তাঁর মুহাদ্দিস শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৪. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) নিজেই হাদীস শাস্ত্রের আমীর ছিলেন। যদি তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে বিশ্বস্ত না বুঝতেন তখন কখনও তাঁর থেকে বর্ণনা করতেন না। একইভাবে দ্বিতীয় হাদীস শাস্ত্রের আমীর ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী (রহ.) নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাঁর ফুকাহা শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। যা হাদীস ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এ থেকেও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীসশাস্ত্রের ইমাম হওয়া প্রমাণিত।
৫. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বর্ণনাকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবনী ও পরিচয় ক্ষেত্রে তুলে ধরেছেন। তা দ্বারাও অনুমিত হয় যে, তা দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মুহাদ্দিস শিষ্যদের তালিকা পেশ করা। তাই একথা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে হাদীসই বর্ণনা করেছেন।
৬. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর নিকট ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণিত কিতাব বিদ্যমান ছিল এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পিতা ইমাম ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর দরবারে ছিলেন এবং তিনি তাঁর শিষ্যদের মাঝে সেই জ্ঞান বিতরণ করেছেন যা তাঁর কাছে ছিল। এভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বর্ণিত আছে, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর মাধ্যমে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অর্জিত হয়েছে এবং ইমাম বুখারী (রহ.) উত্তরাধিকার সূত্রে যেসব জ্ঞান পেয়েছেন তা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছিল। অতএব তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জ্ঞানের ভাণ্ডার অর্জন করেছেন। আর এভাবে তিনি পরোক্ষভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য হয়ে গেলেন।

যেখানে তিনি নিজেই ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ও ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (রহ.)-এর কিতাব থেকে শিক্ষা গ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের চর্চার পূর্বেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর শিষ্যদের কিতাবসমূহ পড়েছেন  
 খতীবুল বগদাদী (রহ.), ইমাম ইবনুল জওযী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ও অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন যা ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেছেন,

فَلَمَّا طَعَنْتُ فِي سِتِّ عَشْرَةِ سَنَةٍ كُنْتُ قَدْ حَفِظْتُ كُتُبَ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَوَكَيْعٍ  
 وَعَرَفْتُ كَلَامَ هَؤُلَاءِ (يُعْنِي أَصْحَابَ الرَّأْيِ).

‘যখন আমি ১৬ বছরে উপনীত তখন আমি ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ও ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রহ.)-এর কিতাব মুখস্থ করে নিয়েছি এবং আসহারে রায়ের কথাও অর্জন করেছি।’<sup>১</sup>

উল্লিখিত উদ্ধৃতি একথা বোয়ায় যে, যেহেতু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পিতা ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর সাহচর্যে এক দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন এবং তাঁর কিতাব সংগ্রহ করেছেন তখন ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের আসরে বসার পূর্বে যৌবনের প্রারম্ভে তাঁর কিতাব মুখস্থ করেছেন।

আহলে রায় বলতে কারা? জেনে রাখা দরকার, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিরোধীরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর শিষ্যদেরকে আহলে রায় বলে থাকেন। তাঁদের দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) প্রভাবিত হয়। তাই তাঁকে আহলে রায় বলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে আহলে রায় বলে তাঁর জ্ঞানের অস্বীকার নয়, বরং তাঁকে মাসলাক হিসাবে অভিধা করা হল। ইমাম বুখারী (রহ.) আবু হানিফা (রহ.)-কে আহলে রায় বলে তাঁর জ্ঞান, চিন্তা ও ফিকহী স্থান স্বীকৃতি দেওয়া উদ্দেশ্যে বোয়ায়।

যদি ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মর্যাদার স্বীকৃতি দিতেন তাহলে তাঁর থেকে কেন বর্ণনা করেননি। তাঁর বিস্তারিত জবাব এ কিতাবে ১৪শ অধ্যায়ে করা হয়েছে। সংক্ষেপে উত্তর হল, ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস বর্ণনা অন্য সূত্র গ্রহণ করেছেন এবং তা হাদীস

<sup>১</sup> (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ২, পৃ. ৭; (খ) ইবনুল জওযী, *সিফাতুস সাফওয়া*, খ. ৪, পৃ. ১৬৯; (গ) আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৪, পৃ. ৪৩৯; (ঘ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৩৯; (ঙ) আল-আসকালানী, *হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, পৃ. ৪৭৮



অনুধাবন (فَقُّهُ الْحَدِيثِ) পরোক্ষভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকেই গ্রহণ করেছেন। কেননা তিনি হাদীসের আসনে বসার পূর্বেই আহলে রায় তথা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর শিষ্যদের কিতাব মুখস্থ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের আসনে বসার পূর্বে হাদীস অনুধাবনকে আবশ্যিক মনে করেছেন। কেননা তা ব্যতীত কেউ হাদীসের আসল মর্ম অনুধাবন করতে পারে না। এ বর্ণনা একথা স্বীকৃতি দেয় যে, এসব কিতাব দ্বারা তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের জ্ঞানের সাথে পরিচিতি লাভ করেছেন। কেননা ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.), ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (রহ.) যাঁদের কিতাব ইমাম বুখারী (রহ.) পড়েছেন তাঁরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর উঁচুমানের শিষ্য ছিলেন। যাঁরা হাদীসে উচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন।

## ২. ইমাম বুখারী (রহ.) শুধু একটিমাত্র মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন

ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ পিতা ব্যতীত শুধু একটিমাত্র মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্যের অন্তর্ভুক্ত। যা মুহাদ্দিসগণের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। যার থেকে ৬টি পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

৥১ ৥

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে

এ পদ্ধতিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (২১৫ হি.)-এর মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শিষ্যত্ব লাভ করেছেন। ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.) এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ২২ সুলাসিয়াতের ১১টির রাবী।

ইমাম আবু হানিফা পর্যন্ত ইমাম বুখারীর হাদীসের প্রথম সনদ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)



[ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র]  
ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.)



ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.)

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল (২৯/৪২১), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী সিয়রু আ'লামিন নুবালা (৬/৩৯৪) ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) তাবযীবুস সহীফা বি-মানাকিবি আবী হানীফা (পৃ. ৯২)-এ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (২১৫ হি.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সুলাসিয়াতের রাবী (বর্ণনাকারী) ছিলেন।

১. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন,

حَدَّثَ عَنْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَحْمَدُ.

‘ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.) ইমামা জা'ফর সাদিক (রহ.) ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

২. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম আল-কাস্তালানী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) সম্পর্কে লিখেন,

سَمِعَ بِلَّحَ مِنْ مَكِّيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.) থেকে হাদীস শুনেছেন।’<sup>২</sup>

৩. খতীবুল বগদাদী (রহ.) ও ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাশায়েখের আলোচনা করে বলেন,

سَمِعَ مَكِّيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَلْخِيِّ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) মক্কী ইবনে ইবরাহীম বলখী থেকে হাদীস শুনেছেন।’<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ১, পৃ. ৩৬৫

<sup>২</sup> (ক) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ২, পৃ. ৫৫৫; (খ) আল-কাস্তালানী, ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩২

<sup>৩</sup> (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ২, পৃ. ৪; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৪, পৃ. ৪৩৩

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম যাহ্‌হাক ইবনে মাখলাদ (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু আসিম আয-যাহ্‌হাক ইবনে মাখলাদ (২১২ হি.)-এর মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীসের শিষ্যত্ব লাভ করেছেন। ইমাম আবু আসিম (রহ.)ও সুলাসিয়াত (৩ স্থাপনাকারীর হাদীস)-এর রাবী (বর্ণনাকারী) ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা পর্যন্ত ইমাম বুখারীর হাদীসের দ্বিতীয় সনদ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)



[ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র] যাহ্‌হাক ইবনে মাখলাদ (রহ.)



ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.)

ইমাম আবু আসিম আয-যাহ্‌হাক ইবনে মাখলাদ আন-নবীল আল-বাসারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁকে ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল (২৯/৪২০), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৬/৩৯৩), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) তায়কিরাতুল হুফফায় (১/১৬৮), ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) তাহযীবুল তাহযীব (১০/১৬৮), ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা (পৃ. ৭৭)-এ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু আসিম আয-যাহ্‌হাক (রহ.) থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।

১. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম আল-কাস্তালানী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাখায়েখের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

سَمِعَ بِالْبَصْرَةِ مِنْ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) বাসারায় আবু আসিম আন-নবীল (রহ.) থেকে হাদীস শুনেছেন।’<sup>১</sup>

<sup>১</sup> (ক) আয-যাহাবী, তায়কিরাতুল হুফফায়, খ. ২, পৃ. ৫৫৫; (খ) আল-কাস্তালানী, ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩২

২. ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম আসাকালানী ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

رَوَى عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الصَّحَّاحِ بْنِ خَلْدٍ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) আবু আসিম আয-যাহ্বাক ইবনে মাখলাদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

৥৩ ৥

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে

ইমাম আবু হানিফা পর্যন্ত ইমাম বুখারীর হাদীসের তৃতীয় সনদ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)



[ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রহ.)



ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.)

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল (২৯/৪২১) ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) সিয়রু আ'লামিন নুবালা (৬/৩৯৪), ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা (পৃ. ৮৯)-এ বর্ণনা করেছেন, কাযী আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী আল-বাসারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন। ইমাম আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সুলাসিয়াতের রাবী (বর্ণনাকারী) ছিলেন।

১. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম আল-কাস্তালানী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) সম্পর্কে বলেন,

سَمِعَ بِالْبَصْرَةِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ.

<sup>১</sup> (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৪, পৃ. ৪৩২; (খ) আয-যাহাবী, আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহ রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিজা, খ. ২, পৃ. ১৫৬; (গ) আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৯, পৃ. ৪১

‘ইমাম বুখারী (রহ.) বাসারায় ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রহ.) থেকে হাদীস শুনেছেন।’<sup>১</sup>

২. হাদীসের ইমামগণ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারীর জীবনীতে লিখেছেন,

سَمِعَ بِالْبَصْرَةِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>২</sup>

৥৪ ৥

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু আবদুর রহমান আল-মুকরী (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে

এ পদ্ধতিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-মুকরী (২১৩ হি.)-এর মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীস শাস্ত্রের শিষ্য ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা পর্যন্ত ইমাম বুখারীর হাদীসের চতুর্থ সনদ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)



[ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র] ইমাম  
আবু আবদুর রহমান আল-মুকরী (রহ.)



ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ইমাম আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-মুকরী আল-মক্কী (রহ.) সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) আত-তারিখুল কবীর (৮/৮১), ইমাম খতীবুল বগদাদী (রহ.) তারিখু বগদাদ (১৩/৩২৪), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) তাহযীবুল কামিল ফী আসমায়ির রিজাল (২৯/৪২০), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) সিয়াকু আ’লামিন নুবালা (৬/৩৯৩), ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) তাহযীবুত তাহযীব (১০/৪২০),

<sup>১</sup> (ক) আল-কাস্তান্দানী, *ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৩২; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ২, পৃ. ৫৫৫

<sup>২</sup> (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ৫, পৃ. ৪০৮; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৫, পৃ. ৫৩৯; (গ) আল-আসকালানী, *লিসানুল মিয়ান*, খ. ৭, পৃ. ৩৬৫ ও ৫০৪

ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিবি আবী হানীফা (পৃ. ৭৯)-এ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু আবদুর রহমান আল-মুকরী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।

১. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম আল-কাস্তাল্লানী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) সম্পর্কে বলেন,

سَمِعَ بِمَكَّةَ مِنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَرِّي.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) মক্কায় ইমাম আবু আবদুর রহমান (রহ.) থেকে হাদীস শুনেছেন।’<sup>১</sup>

২. মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবু আবদুর রহমান মুকরীর জীবনীতে লিখেন,

رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>২</sup>

॥৫॥

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে

এ পদ্ধতিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা আল-কুফী (২১৩ হি.)-এর মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীসশাস্ত্রের শিষ্য ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা পর্যন্ত ইমাম বুখারীর হাদীসের পঞ্চম সনদ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)



[ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র] ইমাম আবু মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা আল-কুফী (রহ.)



ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.)

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর গবেষণা মতে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম আবু মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ইবনে

<sup>১</sup> (ক) আল-কাস্তাল্লানী, *ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৩২; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হফফায়*, খ. ২, পৃ. ৫৫৫

<sup>২</sup> (ক) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হফফায়*, খ. ২, পৃ. ৩৬৭; (খ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হফফায়*, খ. ১, পৃ. ১৬০

মুসা আল-আবসী আল-কুফী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।<sup>১</sup> এবং ইমাম উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন এবং ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।

১. ইমাম আল-কাস্তালানী ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সম্পর্কে লিখেন,

سَمِعَ بِالْكُوفَةِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) কুফায় ইমাম উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা (রহ.) থেকে শুনেছেন।’<sup>২</sup>

২. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ইমাম উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন,

رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>৩</sup>

৥৬ ॥

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ফযল ইবনে দুকায়ন (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে

এ পদ্ধতিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু নু‘আইম ফযল ইবনে দুকায়ন (২১৮ হি.)-এর মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীসশাস্ত্রের শিষ্য ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা পর্যন্ত ইমাম বুখারীর হাদীসের ষষ্ঠ সনদ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)



[ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র] ইমাম  
আবু নু‘আইম ফযল ইবনে দুকায়ন (রহ.)



ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.)

<sup>১</sup> (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪২১; (গ) আয-যাহাবী, সিয়রু আ’লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯৩; (ঘ) আস-সুয়ুতী, তাবযীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানিফা, পৃ. ৮৩

<sup>২</sup> আল-কাস্তালানী, ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩২

<sup>৩</sup> (ক) আয-যাহাবী, তাবাকিরাতুল হুফায, খ. ১, পৃ. ৩৫৪; (খ) আল-আসকালানী, লিসানুল মিয়ান, খ. ৭, পৃ. ২৯৭; (গ) আস-সুয়ুতী, তাবাকাতুল হুফায, খ. ১, পৃ. ১৫৫

ইমাম ইবনে আবু হাতিম (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর মতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম আবু নু'আইম ফযল ইবনে দুকায়ন আত-তামীমী আল-কুফী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন এবং ইমাম ফযল ইবনে দুকায়ন (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।<sup>১</sup> ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ জামি'উস সহীহে তাঁর থেকে সারাসরি ১৮৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.) ইমাম আবু নু'আইম ফযল ইবনে দুকাইন (রহ.)-এর আলোচনায় বলেন,

رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>২</sup>

উল্লিখিত ৬টি পদ্ধতির আলোকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দাদা উস্তাদ প্রমাণিত এবং ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর পৌত্র শিষ্য ছিলেন—এতে কোন সন্দেহ নেই। এ সকল মুহাদ্দিসবর্গ হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সরাসরি হাদীসের মাশায়েখের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ তাঁর আস-সহীহ গ্রন্থে অনেক হাদীস তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

### ৩. ইমাম বুখারী (রহ.) দু'মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য

এক মধ্যস্থতার ৬ পদ্ধতি ব্যতীত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দু'মধ্যস্থতার কয়েক পদ্ধতিতেও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন। উক্ত ৬টি পদ্ধতি বর্ণনাও তুলে ধরা হলো

৥৭৥

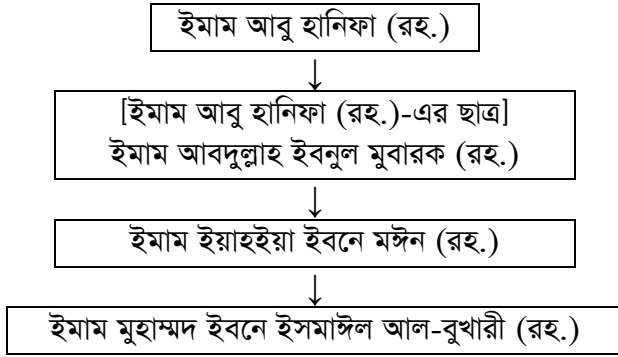
ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে

এ পদ্ধতিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (২৩৩ হি.) এবং ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১৮১ হি.)-এর মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন।

<sup>১</sup> (ক) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমা'য়ির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪২১; (গ) আয-যাহাবী, সিয়রু আ'লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯৩

<sup>২</sup> (ক) আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৮, পৃ. ২৪৪; (খ) আস-সুযুতী, তাবাকাতুল হফফায, খ. ১, পৃ. ১৬৩





১. ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম ইবনে আবু হাতিম ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন যে,

رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

‘ইমাম ইবনুল মুবারক (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

২. ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেছেন,

أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْبَغْدَادِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ.

‘ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) থেকে শুনেছেন।’<sup>২</sup>

৩. ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন যে,

رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ.

‘তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>৩</sup>

৪. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিযযী (রহ.), ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.) জীবনীতে লিখেছেন যে,

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আত-তারীখুল কবীর, খ. ৮, পৃ. ৮১; (খ) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা’দীল, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯

<sup>২</sup> মুসলিম, আল-কুনা ওয়াল আসমা, খ. ১, পৃ. ৩৩৭, ক্র. ১২১২

<sup>৩</sup> (ক) আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ৩১, পৃ. ৫৪৬; (খ) আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ১১, পৃ. ২৪৬

رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ.

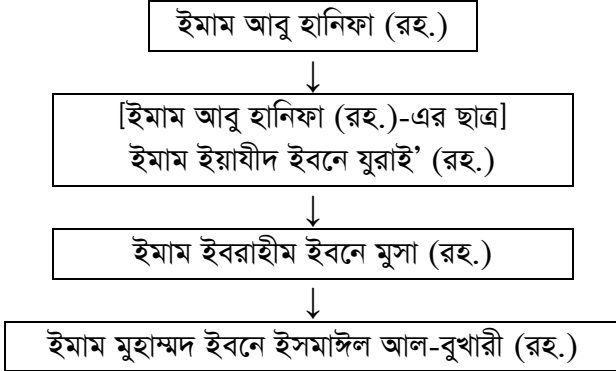
‘ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

৥৮ ৥

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ইবরাহীম ইবনে মুসা (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম ইয়াযীদ ইবনে যুরাই’ (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে

এ পদ্ধতিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ইবরাহীম ইবনে মুসা (২২০ হি.) ও ইমাম ইয়াযীদ ইবনে যুরাই’ (১৮২ হি.)-এর মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শিষ্য ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা পর্যন্ত ইমাম বুখারীর হাদীসের অষ্টম সনদ



ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অন্য আরেকজন শিষ্য যিনি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন ইমাম ইয়াযীদ ইবনে যুরাই’ (রহ.)।

১. ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন যে,

رَوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ.

‘ইমাম ইয়াযীদ ইবনে যুরাই’ (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়েল রিজাল, খ. ৩১, পৃ. ৫৪৬; (খ) আল-আসকালানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ১১, পৃ. ২৪৬

ইমাম ইয়াযীদ ইবনে যুরাই' (রহ.) থেকে বর্ণনাকারী ইমাম ইবরাহীম ইবনে মুসা ইবনে ইয়াযীদ ইবনে যাদান ফররা তামীমী (রহ.) থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ইমাম ইবরাহীম ইবনে মুসা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন যে,

رَوَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، وَعَنْهُ الْبُخَارِيُّ.

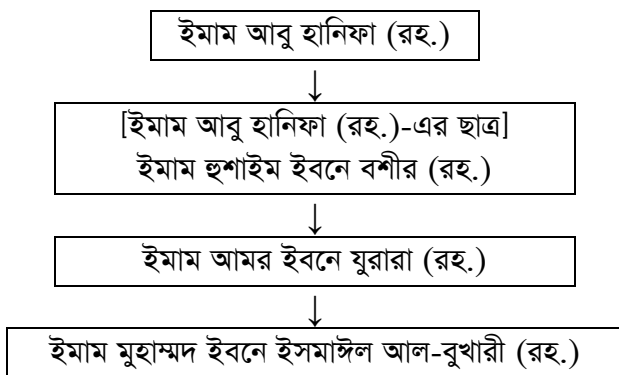
‘ইমাম ইবরাহীম ইবনে মুসা (রহ.) ইমাম ইয়াযীদ ইবনে যুরাই' (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>২</sup>

৥৯ ৥

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আমর ইবনে যুরারা (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম হুশাইম ইবনে বশীর (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে,

এ পদ্ধতিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আমর ইবনে যুরারা (২৩৮ হি.) ইমাম হুশাইম ইবনে বশীর (১৮৩ হি.)-এর মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শিষ্যত্ব লাভ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা পর্যন্ত ইমাম বুখারীর হাদীসের নবম সনদ



<sup>১</sup> (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪২১; (খ) আল-আসকালানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ৪০১

<sup>২</sup> (ক) আল-আসকালানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ১, পৃ. ১৪৮; (খ) আস-সুয়ুতী, তাবাকাতুল হফফায, খ. ১, পৃ. ১৯৯

১. ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম ইবনে আবু হাতিম (রহ.) ও ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আলোচনায় লিখেছেন,

رَوَى عَنْهُ هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ.

‘ইমাম হুশাইম ইবনে বশীর (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

ইমাম হুশাইম ইবনে বশীর (রহ.) থেকে ইমাম আমর ইবনে যুরারা নিশাপুরী (রহ.) হাদীস শ্রবণ করেছেন।

২. ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম আমর ইবনে যুরারা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন,

أَبُو مُحَمَّدٍ عَمَرُو بْنُ زُرَّارَةَ النَّيْسَابُورِيِّ سَمِعَ هُشَيْمًا.

‘ইমাম আবু মুহাম্মদ আমর ইবনে যুরারা নিশাপুরী (রহ.) ইমাম হুশাইম (রহ.) থেকে শ্রবণ করেছেন।’<sup>২</sup>

৩. ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম আমর ইবনে যুরারা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন যে,

رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আমর (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>৩</sup>

॥১০॥

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব (রহ.) থেকে,  
তিনি আব্বাদ ইবনে আওয়াম (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে

এ পদ্ধতিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব (২৫০ হি.) ও ইমাম আব্বাদ ইবনে আওয়াম (১৮৫ হি.)-এর মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শিষ্য ছিলেন।

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আত-তারীখুল কবীর, খ. ৮, পৃ. ৮১; (খ) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯; (গ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪২১

<sup>২</sup> মুসলিম, আল-কুনা ওয়াল আসমা, খ. ১, পৃ. ৭৫১, ক্র. ৩০৫০

<sup>৩</sup> (ক) আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৮, পৃ. ৩১; (খ) আয-যাহাবী, আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহ রিওয়াতুন ফিল কুহুবিস সিদ্দা, খ. ২, পৃ. ৭৭

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)



[ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র]  
ইমাম আব্বাদ ইবনে আওয়াম (রহ.)



ইমাম আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব আল-আসাদী (রহ.)



ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.)

১. ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম ইবনে আবু হাতিম (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন যে,

رَوَى عَنْهُ عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ.

‘ইমাম আব্বাদ ইবনে আওয়াম (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

ইমাম আব্বাদ ইবনে আওয়াম থেকে আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব (রহ.) বর্ণনা করেছেন। যিনি ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.) ও ইমাম মাজাহ (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।

২. ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ও ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ইমাম আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব আল-আসাদী (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন যে,

رَوَى عَنْهُ عَبْدُ بْنُ يَعْقُوبَ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>২</sup>

৩. ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম আব্বাদ ইয়াকুব আল-আসাদী (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন যে,

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আত-তারীখুল কবীর, খ. ৮, পৃ. ৮১; (খ) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯; (গ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯৩

<sup>২</sup> (ক) আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ৮৬; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ১৪, পৃ. ১৪২

رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ.

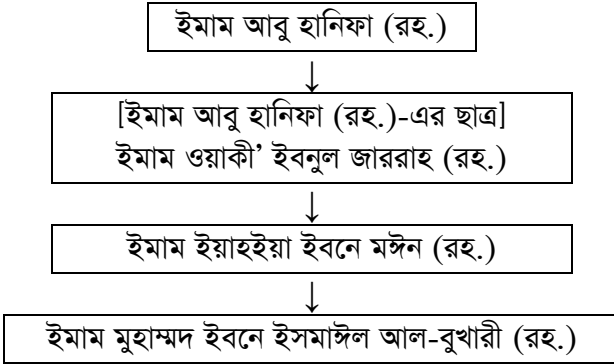
‘ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

৥১১৥

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে,

এ পদ্ধতিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (২৩৩ হি.) ও ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (১৯৬ হি.)-এর মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শিষ্য ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা পর্যন্ত ইমাম বুখারীর হাদীসের ১১তম সনদ



ইমাম বুখারী (রহ.) আত-তারিখুল কবীর (৮/৮১) এবং ইমাম ইবনে আবু হাতিম (রহ.) আল-জরাহ ওয়াত তা'দীল (৮/৪৪৯)-এ বর্ণনা করেছেন যে, আবু হানিফা (রহ.) ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (রহ.) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।

১. ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন যে,

رَوَى عَنْ وَكِيعٍ.

<sup>১</sup> (ক) আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ৯৫; (খ) আয-যাহাবী, আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহ রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিদ্দা, খ. ১, পৃ. ৫৩২

‘তিনি ইমাম ওয়াকী’ (রহ.) থেকে বর্ণনা করছেন।<sup>১</sup>

২. ইমাম খতীবুল বগদাদী (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.) সম্পর্কে লিখেছেন যে,

سَمِعَ وَكَيْعًا.

‘তিনি ইমাম ওয়াকী’ (রহ.) থেকে শুনেছেন।<sup>২</sup>

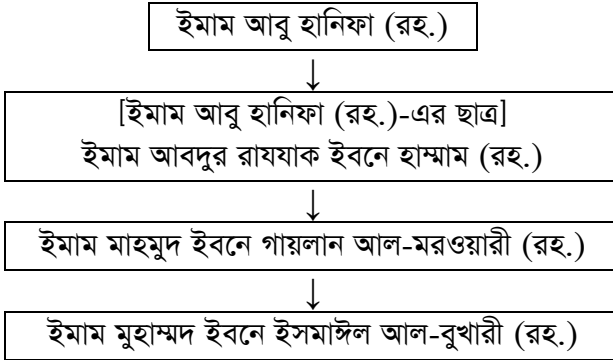
ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন, যা পূর্বের সপ্তম সনদে আলোচনা করা হয়েছে।

৥১২ ৥

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মাহমুদ ইবনে গায়লান (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম আবদুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম (রহ.) থেকে,  
তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে

এ পদ্ধতিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মাহমুদ ইবনে গায়লান (২৩৯ হি.) ও ইমাম আবদুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম (২১১ হি.)-এর মধ্যস্থতায় হাদীসের শিষ্য ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা পর্যন্ত ইমাম বুখারীর হাদীসের ১২তম সনদ



১. ইমাম ইবনে আবু হাতিম (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর মতো প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন যে,

رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

<sup>১</sup> (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ের রিজাল, খ. ৩১, পৃ. ৫৪৫; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ১১, পৃ. ২৪৬

<sup>২</sup> আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ১৪, পৃ. ১৭৭

‘ইমাম আবদুর রাযযাক (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

২. ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিযযী (রহ.) ও ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম আবদুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম (রহ.)-এর আলোচনায় লিখেন যে, তাঁর থেকে ইমাম মাহমুদ উবনে গায়লান মারওয়াযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ.

‘ইমাম মাহমুদ ইবনে গায়লান আল-মরওয়াযী (রহ.) ইমাম আবদুর রাযযাক (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>২</sup>

৩. ইমাম মাহমুদ ইবনে গায়লান আল-মারওয়াযী (রহ.) থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ইমাম মাহমুদ ইবনে গায়লান (রহ.) সম্পর্কে লিখেছেন যে,

رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মাহমুদ ইমাম গায়লান (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>৩</sup>

আসল কথা হল, উল্লিখিত ১২টি মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দাদা ও পরদাদা উস্তাদ প্রমাণিত হল এবং ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর পৌত্র ও প্রপৌত্র শিষ্য প্রমাণিত হল। এসব মুহাদ্দিস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন এবং ইমাম বুখারী (রহ.) জামিউস সহীহ কিতাবে হাজারো হাদীস এসব মাশায়েখ থেকে গ্রহণ করেছেন। তাই এসব পদ্ধতি দ্বারা বোঝা গেলে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খগণের শায়খ ছিলেন। তাই এসব প্রমাণ দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীসের মহান ইমাম হওয়াতে আর কোন ধরণের সন্দেহের অবকাশ নেই।

<sup>১</sup> (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াক আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৩; (গ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হফফায়*, খ. ১, পৃ. ৮০

<sup>২</sup> (ক) আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৮, পৃ. ৫৬; (খ) আল-আসকালানী, *তাহযীবুল তাহযীব*, খ. ৬, পৃ. ২৭৮

<sup>৩</sup> আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হফফায়*, খ. ১, পৃ. ২১০



দ্বিতীয় অধ্যায়  
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সুলাসিয়াত (তিন  
বর্ণনাকারী বিশিষ্ট সনদ) হাদীসের বর্ণনাকারীও  
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য

১. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উঁচু সনদ সুলাসিয়াত (তিন বর্ণনাকারী  
বিশিষ্ট সনদ)

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সবচেয়ে উচ্চ মানের সনদ তিন  
মধ্যস্থতায় বর্ণিত সনদ। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যাকে সুলাসিয়াত বলা  
হয়। তিন মাধ্যমে মাত্র ২২টি হাদীস বর্ণিত এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর  
এ ২২ সুলাসিয়াত ৫ রাবী দ্বারা বর্ণিত, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মক্কী  
ইবনে ইবরাহীম (রহ.), ইমাম আবু আসিম আয-যাহ্‌হাক ইবনে মাখলাদ  
(রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রহ.), ইমাম  
খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া (রহ.) ও ইমাম ইসাম ইবনে খালিদ (রহ.)  
অন্তর্ভুক্ত। উক্ত ৫জন রাবীর বর্ণনা আলোচনা করা হলো:

১. ইমাম খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত,
২. ইমাম ইসাম ইবনে খালিদ (রহ.) থেকেও একটি হাদীস বর্ণিত,
৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রহ.) থেকে তিনটি  
হাদীস বর্ণিত,
৪. ইমাম আবু আসিম আয-যাহ্‌হাক ইবনে মাখলাদ আন-নবীল (রহ.)  
থেকে ৬টি হাদীস বর্ণিত,
৫. ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.) সূত্রে ১১টি হাদীস বর্ণিত।

২. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ২২ সুলাসিয়াত থেকে ২১টির রাবী ইমাম  
আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন

উল্লিখিত ৪ রাবী থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) যে ২২টি হাদীস গ্রহণ করেছেন সেই ২১ সুলাসিয়াতের ৪ রাবী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ। অর্থাৎ তাঁর উঁচু সনদ সুলাসিয়াতের শায়খ ছিলেন। এসব সনদসমূহ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উঁচু সনদ। *সহীহ আল-বুখারী*র ২২ সুলাসিয়াত থেকে ২১ সুলাসিয়াতের রাবী যাঁরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন। যদি তা বাদ দেওয়া হয় তখন ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সুলাসিয়াতকে অবলম্বন করে অর্জিত গৌরব ও মযাদা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

### ৩. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সুলাসিয়াতের রাবী, যাঁরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছাত্র ছিলেন

সুলাসিয়াতে বুখারী (রহ.)-এর সে ৪ বর্ণনাকারী, যাঁরা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন তাঁরা হলেন:

১. ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (ওফাত: ২১৫ হি.): ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম আল-বলখী (রহ.) থেকে ১১টি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সুলাসিয়াত বর্ণিত। তা সিহাহ সিভা থেকে *সহীহ আল-বুখারী*, *সহীহ মুসলিম*, *সুনানে তিরমিযী*, *সুনানে আবু দাউদ* ও *সুনানে ইবনে মাজাহ*র রাবী ছিলেন। ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.), ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ও অন্যান্য ইমামদের গবেষণা মতে ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন। আর তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন।<sup>১</sup>
২. ইমাম আবু আসিম আয-যাহ্‌হাক ইবনে মাখলাদ আন-নাবীল (ওফাত: ২১২ হি.): ইমাম আবু আসিম আয-যাহ্‌হাক আন-নাবীল (রহ.) থেকে ৬টি সুলাসিয়াত বর্ণিত। তিনি সিহাহ সিভার সকল কিতাবের রাবী। ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর মতে, ইমাম আবু আসিম আয-যাহ্‌হাক (রহ.) ইমাম

<sup>১</sup> (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ের রিজাল*, খ. ২৮, পৃ. ৪৭৭; (খ) আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১০, পৃ. ২৬০-২৬১; (গ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হফযায*, খ. ১, পৃ. ১৬৪

বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন। যিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন।<sup>১</sup>

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (ওফাত: ২১৫ হি.): ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রহ.) থেকে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ৩টি সুলাসিয়াত বর্ণিত। তিনি সিহাহ সিন্তার রাবী। ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.), ইমাম খতীবুল বগদাদী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রহ.)-কে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ বলেছেন।<sup>২</sup>

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর গবেষণা মতে, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মুহাদ্দিস শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।<sup>৩</sup>

৪. ইমাম খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া (ওফাত: ২১৩ হি.): ইমাম খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ২২টি সুলাসিয়াত থেকে এক হাদীসের রাবী। তিনি সিহাহ সিন্তার মধ্যে সহীহ আল-বুখারী, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে আবু দাউদের রাবী। ইমাম আবু নসর আল-কালাবাবী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ও অন্যান্য হাদীসের ইমামদের মতে, ইমাম খাল্লাদ (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।<sup>৪</sup>

ইমাম ইবনুল বাযযায় আল-করদরী (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা

<sup>১</sup> (ক) আল-হাকিম, তাসমিয়াতু মান আখরাজাহমুল বুখারী ও মুসলিম ওয়া মানফারা কুন্না ওয়াহিদিম মিনহমা, খ. ১, পৃ. ১৪৩; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ১৩, পৃ. ২৮৩; (গ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯৩; (ঘ) আয-যাহাবী, আল-কাশিফু ফী মা'রিফতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিন্তা, খ. ১, পৃ. ৫০৯

<sup>২</sup> (ক) আল-হাকিম, তাসমিয়াতু মান আখরাজাহমুল বুখারী ও মুসলিম ওয়া মানফারা কুন্না ওয়াহিদিম মিনহমা, খ. ১, পৃ. ২৭৮; (খ) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ৫, পৃ. ৪০৮; (গ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৫, পৃ. ৫৩৯; (ঘ) আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৯, পৃ. ২৪৪

<sup>৩</sup> (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪২১; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯৪

<sup>৪</sup> (ক) আল-কালাবাবী, রিজালু সহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ২৩৭; (খ) আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল, খ. ২, পৃ. ৪৪৬

(রহ.)-এর মুসাদ্দিস শিষ্যদের তালিকায় ইমাম খাল্লাদ (রহ.)-কেও অন্তর্ভুক্ত করেন।<sup>১</sup>

উক্ত ৪জন মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সেসব শিষ্যের অন্তর্ভুক্ত যারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ২১ সুলাসিয়াত বর্ণনা করেছেন। বাকী একটি হাদীস রয়ে যায় যা ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ব্যতীত নিজ অন্য আরেকজন শায়খ ইমাম ইসাম ইবনে খালিদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

## ৪. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ২২ সুলাসিয়াতের সনদ ও মতনসমূহ

আমরা নিম্নে ইমাম বুখারী (রহ.) ২২ সুলাসিয়াতের মতন, অনুবাদ ও তাখরীজ (উৎস) উপস্থাপন করলাম:

১ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلَيْسَ بَوَّاءً مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ».

হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) ইরশাদ করেন, ‘যে আমার সম্পর্কে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি তখন সে যেন জাহান্নামে নিজ ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়।’<sup>২</sup>

২ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ:

«كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا».

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) বলেন, ‘মসজিদের দেওয়াল মিসারের এত নিকটে ছিল, যা থেকে বকরীও যেতে পারত না।’<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-কারদারী, মানাকিবু ইমামিল আ’যম আবী হানীফা, খ. ২, পৃ. ২১৯; (খ) আস-সালিহী, উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ১১০

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫২, হাদীস: ১০৯; (খ) আশ-শাফিযী, আল-মুসনদ, খ. ১, পৃ. ২৩৯; (গ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১, পৃ. ৬৫, হাদীস: ৪৬৯, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (ঘ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৩, হাদীস: ৩৪, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (ঙ) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২২০, হাদীস: ২৮, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (চ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, খ. ১, পৃ. ১৯৪, হাদীস: ৩৭৯, হযরত আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত; (ছ) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ১০, পৃ. ১১২, হাদীস: ২০৩২৪, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

<sup>৩</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৮৮, হাদীস: ৪৭৫; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৪, পৃ. ৫৪; (গ) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, খ. ৫, পৃ. ৫৮, হাদীস: ১৭৬২; (ঘ) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ২৭২, হাদীস: ৩২৮৭

۳ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ آتِيَ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا».

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.)-এর সাথে স্তম্ভের নিকট নামায পড়তাম যা মাসহাফের নিকটে ছিল। আমি বললাম, হে আবু মুসলিম! আমি আপনাকে দেখেছি যে, আপনি সে স্তম্ভের নিকট নামায পড়তে বেশি আগ্রহী। তিনি বলেন, ‘আমি বিশেষভাবে নবী (সা.)-কে এ স্তম্ভের নিকট নামায পড়তে দেখেছি।’<sup>১</sup>

৪ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ».

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) বলেন, ‘আমরা নবী (সা.)-এর সাথে মাগরিবের নামায সেই সময় পড়তাম যখন সূর্য পর্দার আড়াল হয়ে যেত।’<sup>২</sup>

৫ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ: «أَنْ أَذِّنَ فِي النَّاسِ: أَنْ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُصُمْ بِقِيَّةِ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيُصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمٌ عَاشُورَاءُ».

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৮৯, হাদীস: ৪৮০; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ৩৬৪, হাদীস: ৫০৯; (গ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪, পৃ. ৪৮; (ঘ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪৫৯, হাদীস: ১৪৩০; (ঙ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২৭১, হাদীস: ৩২৮৪

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২০৫, হাদীস: ৫৩৬; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪, পৃ. ৫৪; (গ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২২৫, হাদীস: ৬৮৮; (ঘ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১১৩, হাদীস: ৪১৭; (ঙ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ১, পৃ. ৩০৪, হাদীস: ১৬৪; (চ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ৩৬৯, হাদীস: ১৬০৩

হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) (আশুরার দিনে) আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে লোকদের মধ্যে একথা ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন, ‘যারা কিছু খেয়েছে সে যেন বাকী দিন রোযা রাখে এবং যে কোন কিছু খায়নি সেও রোযা রাখে, কারণ আজ আশুরার দিন।’<sup>১</sup>

٦ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ أَتَى بِجَنَارَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَارَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَعَلَى دَيْنِهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আমরা নবী (সা.)-এর দরবারে বসা ছিলাম, তখন একটি জানাযা উপস্থিত করা হল এবং বলা হল এর ওপর নামায পড়ুন। তিনি বলেন, ‘এর ওপর কি কোন করয আছে?’ মানুষেরা বললেন, না। ‘সে কি কোন সম্পত্তি রেখে গেছে?’ আরয করলেন, না। তখন তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন। অতঃপর দ্বিতীয় জানাযা আসল। সাহাবারা আরয করলেন, তার নামায পড়িয়ে দিন। তিনি বললেন, ‘তার ওপর কি কোন করয আছে?’ আরয করলেন, হ্যাঁ। ‘সে কিন কোন কিছু রেখে গেছে?’ সাহাবারা আরয করলেন, তিন দীনার রেখে গেছে। তখন তার জানাযা পড়ালেন। অতঃপর তৃতীয় জানাযা আসল। আরয করা হল, তার জানাযা নামায আদায় করুন। তিনি বললেন, ‘সে কি কোন কিছু রেখে গেছে?’ সাহাবারা আরয করলেন না। তিনি বললেন, তার ওপর কি কোন করয আছে?’ সাহাবারা আরয করলেন, তিন দীনার

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬৭৯, হাদীস: ১৮২৪, পৃ. ৭০৫, হাদীস: ১৯০৩ ও খ. ৬, পৃ. ২৬৫১, হাদীস: ৬৮৩৭; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৪, পৃ. ৪৭; (গ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭৯৮, হাদীস: ১১৩৫; (ঘ) আন-নাসায়ী, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ১৯২, হাদীস: ২৩২১

কর্য আছে। তখন তিনি বললেন, ‘তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও।’ হযরত আবু কাতাদা (রাযি.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তার জানাযা পড়িয়ে দিন, তার করয আমার কাধে নিলাম, তখন তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন।<sup>১</sup>

۷ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ ۖ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: «يَا ابْنَ الْأَكْعُوْعِ لَا تُبَايِعْ؟» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «وَأَيْضًا» فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ! عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, আমি হুদায়বিয়া নামক স্থানে নবী (সা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি। অতঃপর আমি একটি গাছের নিচে চলে গেলাম। যখন ভীড় কমে গেল রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘হে ইবনুল আকওয়া! তুমি কি বায়আত গ্রহণ করবে না।’ আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো বায়আত গ্রহণ করেছি? তিনি বললেন, ‘আচ্ছা দ্বিতীয়বার করে নাও।’ তখন আমি দ্বিতীয়বার করে নিলাম। তখন আমি ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ (রাযি.) থেকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মুসলিম! আপনারা ওই দিন কিসের ওপর বায়আত গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর ওপর।<sup>২</sup>

۸ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ! مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّاسُ: «أَصِيبَ سَلَمَةُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ» فَتَفَتَّ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ، فَمَا اسْتَكْنَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ.

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭৯৯, হাদীস: ২১৬৮, পৃ. ৮০৩, হাদীস: ২১৭৩ ও খ. ৫, পৃ. ২০৫৪, হাদীস: ৫০৫৬; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২৩৭, হাদীস: ১৬১৯; (গ) আত-তিরমিযী, আল-জামি‘উল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৩৮৮, হাদীস: ১০৭০

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১০৮১, হাদীস: ২৮০০, খ. ৪, পৃ. ১৫২৯, হাদীস: ৩৯৩৬ ও খ. ৬, পৃ. ২৬৩৪, হাদীস: ৬৭৮০; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৪৮৩, হাদীস: ১৮৬০; (গ) আত-তিরমিযী, আল-জামি‘উল কবীর, খ. ৪, পৃ. ১৫০, হাদীস: ১৫৯২; (ঘ) আন-নাসায়ী, আস-সুনান, খ. ৭, পৃ. ১৪১, হাদীস: ৪১৫৯

ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ (রহ.) বলেন, আমি সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.)-এর বাহুতে আঘাতের চিহ্ন দেখেছি তখন জিজ্ঞেস করলাম, আবু মুসলিম! এ আঘাত কিসের? তিনি বলেন, এ আঘাত আমি খায়বার যুদ্ধে পেয়েছি। মানুষেরা তো বলে, সালমার শেষ সময় এসে গেছে। আমি নবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম, ‘তখন নবী (সা.) এ আঘাতের ওপর ৩ বার ফুক দিলেন যার কারণে আমার এখনো পর্যন্ত আর কষ্ট অনুভব হল না।’<sup>১</sup>

۹ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ، فَحَدَّثَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ السَّائِقُ؟» قَالُوا: عَامِرُ، فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَّا أَمْتَعْتَنَا بِهِ، فَأَصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي، رَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُّجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ».

‘হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) বলেন, আমরা নবী (সা.)-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে গেলাম। তখন মানুষদের একজন বললেন, আমির! তুমি কি আমাদের তোমার কবিতা শোনাবে? তখন তিনি কবিতা শোনালেন। অতঃপর নবী করীম (সা.) বলেন, ‘এ চালক কে?’ সাহাবা আরয করলেন, আমের ইবনুল আকওয়া। তিনি বললেন, ‘মহান আল্লাহ তার ওপর রহম করুক।’ সাহাবারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের কি তার থেকে আর ফায়দা উঠাতে দেবেন না। তখন দেখা গেল সে ওই রাতে ইস্তিকাল করলেন। মানুষেরা বলল, তার সকল আমল বরবাদ। কেননা সে নিজে নিজেকে হত্যা করেছেন। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন আমি নবী (সা.)-এর দরবারে গিলে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক! মানুষের

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৫৪১, হাদীস: ৩৯৬৯; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১২, হাদীস: ৩৮৯৪



ধারণা হল আমিরের আমল বরবাদ। তখন তিনি বললেন, ‘যে কেউ তা বলেছেন তা ভুল বলেছে। তার জন্য তো দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে, সে তো কষ্ট বহনকারী মুজাহিদ, তার হত্যার চেয়ে উত্তম মৃত্যু কার আছে?’<sup>১</sup>

১০ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَةِ الْغَابَةِ، لَقَيْتَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قُلْتُ: وَيْحَكَ مَا بِكَ؟ قَالَ: أَخَذْتُ لِقَاحَ النَّبِيِّ ﷺ، قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانٌ، وَفَرَارَةٌ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ، ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ، وَقَدْ أَخَذُوهَا، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ، وَأَقُولُ:

وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضْعِ	*	أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ
------------------------------	---	-------------------------

فَاسْتَفَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسْوَفُهَا، فَلَقَيْتَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْقَوْمَ عَطَاشٌ، وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سَقِيهِمْ، فَأَبْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ: مَلَكَتْ، فَاسْجَحِ إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرُونَ فِي قَوْمِهِمْ».

হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আমি মদীনা শরীফ থেকে জঙ্গলের দিকে গেলাম, পাহাড়ি এলাকায় পৌছলাম, হযরত আবদুল রহমান ইবনে আউফ (রাযি.)-এর গোলামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তাকে বললাম, তুমি ধ্বংস হও, এখানে কিভাবে এলে? সে উত্তর দিল, নবী (সা.)-এর দুধের উটনী ছিনতাই করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে ছিনতাই করেছে? সে বলল, গাতফান ও ফাযারা গোত্রের লোক নিয়ে গেছে। তখন আমি

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ২৫২৫, হাদীস: ৬৪৯৬, খ. ৪, পৃ. ১৫৩৭, হাদীস: ৩৯৬০ ও খ. ৫, পৃ. ২২৭৭, হাদীস: ৫৭৯৬; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪, পৃ. ৪৭; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৪২৭, হাদীস: ১৮০২; (ঘ) আবু আওয়ানা, *আল-মুসতাখরাজ*, খ. ৪, পৃ. ৩১৪, হাদীস: ৬৮৩১

‘ইয়া সাবাহাছ’ বিপদ বলে এমনবারে উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিলাম যাতে মদীনা শরীফের প্রত্যেক ব্যক্তি তা শুনে, তখন আমি দৌড় দিলাম, এমনকি তাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তখন আমি তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম এবং বলতে লাগলাম, আমি আকওয়ার সন্তান আজ অসভ্যদের ধ্বংসের দিন, আমি তাদের থেকে পানি পান করার আগেই উপনি কেড়ে নিলাম। আমি তাকে নিয়ে ফিরতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহর সাথে আমার সাক্ষাত হল। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা পিপাসার্ত ছিল, তারা পানি পান করার আগেই আমি তাদের থেকে উটনি কেড়ে নিলাম। তাদের পেছনে কাউকে পাঠান। নবী (সা.) বলেন, ‘হে ইবনুল আকওয়া! তুমি মালিক হয়ে গেছ। এখন নরম ব্যবহার কর। তাদের মেহমানদারী তাদের জাতির নিকট হবে।’<sup>১</sup>

১১ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ

بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ، أَوْقَدُوا النَّيْرَانَ، قَالَ النَّبِيُّ

ﷺ: «عَلَامٌ أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النَّيْرَانَ؟» قَالُوا: لُحُومُ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، قَالَ:

«أَهْرَيْتُمْوَمَا فِيهَا، وَأكْسِرُوا قُدُورَهَا»، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: نُهْرِئُكَ مَا

فِيهَا وَنَغْسِلُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْ ذَاكَ».

হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, যে দিন খায়বার বিজিত হল সেদিন বিকেল বেলায় মানুষেরা আগুণ জ্বালান। নবী (সা.) বলেন, ‘তোমরা এ আগুন কি রান্না করার জন্য জ্বালিয়েছ’? মুজাহিদগণ আরয করলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করার জন্য আগুন জ্বালিয়েছি। তিনি বলেন, হাভিতে যা আছে তা ফেলে দাও এবং হাভিকে ভেঙে দাও।’ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলেন, আমরা গোস্তুকে ফেলে দেব এবং এবং হাভিকে ধুয়ে নেব? তখন তিনি বললেন, ‘ইয়া। তা কর।’<sup>২</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১১০৬, হাদীস: ২৮৭৬, খ. ৪, পৃ. ১৫৩৬, হাদীস: ৩৯৫৮; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৪, পৃ. ৪৮; (গ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৪২৩-১৪৩৮, হাদীস: ১৮০৬; (ঘ) আন-নাসায়ী, আস-সুনান, খ. ৬, পৃ. ২৪৩, হাদীস: ১০৮১৪

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৫, পৃ. ২০৯৪, হাদীস: ৫১৭৮; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৪, পৃ. ৫০; (গ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১৬০৫, হাদীস: ১৩৯৫; (ঘ)

১২ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ؓ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلَيْسَ أَوْ فَلَيْسَ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ».

হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) এক ব্যক্তিকে মানুষদেরকে ঘোষণা করার জন্য আশুরার দিনে পাঠালেন যে, ‘যে খাবার খেয়েছে সে যেন রোযা পূর্ণ করে বা তার উচিত রোযা রাখা এবং যে খায়নি সে আর খাবে না।’<sup>১</sup>

১৩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ؓ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَيْ بَجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟» قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَيْ بَجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَصَلَّى عَلَيْهِ.

হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.)-এর দরাবারে এক জানাযা উপস্থিত করা হল যাতে তিনি তার জানাযার নামায পড়ান। তিনি বললেন, ‘তার ওপর কি কোন ঋণ আছে?’ সাহাবারা আরয করলেন, না। তখন তিনি তার জানাযার নামায আদায় করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় জানাযা আসলে তখন তিনি বললেন, ‘তার ওপর কি কোন করয আছে?’ সাহাবারা আরয করলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘তোমরা নিজ সাথীর জানাযা আদায় কর।’ হযরত আবু কাতাদা (রাযি.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার করয আমি পরিশোধ করব তখন তিনি তার জানাযায় নামায আদায় করলেন।<sup>২</sup>

মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৪২৩-১৪৩৮, হাদীস: ১৮০৬; (ঘ) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৬, পৃ. ১০২, হাদীস: ১১৩৩৩

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬৭৯, হাদীস: ১৮২৪; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৪, পৃ. ৪৮; (গ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭৯২, হাদীস: ১১২৫

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৮০৩, হাদীস: ২১৭৩, পৃ. ৭৯৯, হাদীস: ২১৬৮ ও খ. ৫, পৃ. ২০৫৪, হাদীস: ৫০৫৬; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৪৮৩, হাদীস: ১৮৬০; (গ) আত-তিরমিযী, আল-জামি’উল কবীর, খ. ৪, পৃ. ১৫০, হাদীস: ১৫৯২; (ঘ) আন-নাসায়ী, আস-সুনান, খ. ৭, পৃ. ১৪১, হাদীস: ৪১৫৯; ইমাম তিরমিযী (রহ.) এ হাদীসকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

১৪ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نِزْرَانًا تُوْقَدُ يَوْمَ حَبِيرٍ، قَالَ: «عَلَى مَا تُوْقَدُ هَذِهِ النَّيْرَانُ؟» قَالُوا عَلَى الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ، قَالَ: «كَبِيرُوهَا، وَأَهْرِفُوهَا»، قَالُوا: أَلَا نَهْرِفُوهَا، وَنَغْسِلُهَا، قَالَ: «اغْسِلُوهَا».

হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) খায়বারের দিন জ্বলন্ত আগুন দেখলেন। তিনি বললেন, ‘এটা কেন জ্বালানো হয়েছে?’ সাহাবারা আরয করলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্নার জন্য। তখন তিনি বলেন, ‘হাভি ভেঙে ফেল এবং তা ফেলে দাও।’ সাহাবারা আরয করলেন, আমরা কি এ রকম করব না হাভি উলটিয়ে দেব এবং তা ধুয়ে ফেলব? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ। তা ধুয়ে ফেল।’<sup>১</sup>

১৫ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا».

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) বলেন, ‘আমি ৭টি যুদ্ধে নবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম এবং সেসব যুদ্ধেও ছিলাম যেখানে হযরত যায়দ ইবনে হারিসা (রাযি.)-কে নবী (সা.) আমাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।’<sup>২</sup>

১৬ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَبَقِيَّ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفَعَلْ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮৭৬, হাদীস: ২৩৪৫; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৮, পৃ. ৫০; (গ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১০৬৫, হাদীস: ৩১৯৫

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৮, পৃ. ১৫৫৬, হাদীস: ৪০২৩; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৮, পৃ. ৫৪; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৪৪৭, হাদীস: ১৮১৫; (ঘ) আবু আওয়ানা, *আল-মুসতাধরাজ*, খ. ৮, পৃ. ৩১৪, হাদীস: ৬৮৩১; (ঙ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি‘উল কবীর*, খ. ৮, পৃ. ৩৫৫, হাদীস: ৬৯৫৪; (চ) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ১৬, পৃ. ১৩৯, হাদীস: ৭১৭৪; (ছ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাধরাজ আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ২৪১, হাদীস: ৪৯৬১

النَّاسِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعُمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا».

হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী করবে তবে তৃতীয় দিন সকালে তার বাড়িতে গোশত না থাকা চায়।’ যখন পরবর্তী বছর আসল তখন সাহাবারা আরয় করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এ রকমই করব যে রকম গত বছর করে ছিলাম? তিনি বলেন, ‘তোমরা খাও, খাওয়াও এবং একত্র করে নাও। কেননা গত বছর মানুষের ওপর অভাব ছিল তখন আমার ইচ্ছা ছিল তোমরা সে অভাবের সময় একে অপরকে সাহায্য কর।’<sup>১</sup>

১৭ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ! أَلَا تَبَايَعُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: «وَفِي الثَّانِي».

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ (রহ.) বলেন, হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) বলেন, আমরা নবী (সা.)-এর হাতে গাছের নিচে বায়আত গ্রহণ করেছি। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে সালমা! তুমি কি বায়আত গ্রহণ করবে না?’ আমি আরয় করলাম, যে আল্লাহর রাসূল! আমি তো প্রথমে বায়আত করেছি। তিনি বলেন, ‘দ্বিতীয়বার কর।’<sup>২</sup>

১৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ: أَنَّ الرَّبِيعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثِيَابَهُ جَارِيَةً، فَطَلَبُوا الْأَرْضَ، وَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَاتُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُمْ بِالْفَقْصِصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسِرُ ثِيَابَهُ الرَّبِيعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسِرُ

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৫, পৃ. ২১১৫, হাদীস: ৫২৪৯; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৫৬৩, হাদীস: ১৯৭৪

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১০৮১, হাদীস: ২৮০০, খ. ৪, পৃ. ১৫২৯, হাদীস: ৩৯৩৬, খ. ৬, পৃ. ২৬৩৪, হাদীস: ৬৭৮০ ও পৃ. ২৬৩৫, হাদীস: ৬৭৮২; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৪৩২, হাদীস: ১৮০২, ১৮০৭ ও পৃ. ১৪৮৩, হাদীস: ১৮৬০

ثَبِّتْهَا، فَقَالَ: «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ»، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ  
النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ».

زَادَ الْفُزَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ.

হযরত হুমাইদ (রাযি.) বলেন, হযরত আনাস (রাযি.) তাঁকে বললেন, হযরত রবী ‘বিনতে নযর একজন মেয়ের সামনের দুটি দাঁত ভেঙে দিলেন। তার দিয়াত তালাশ করেছে। আর তারা ক্ষমা চাচ্ছে, তখন তারা অস্বীকার করে দিলেন। তখন নবী (সা.)-এর দরবারে হাযির হলেন, তখন তিনি কিসাসের হুকুম দিলেন। হযরত আনাস ইবনে নযর বললেন, যে আল্লাহর রাসূল! রবীর সামনের রবীর সামনের দাঁত ভেঙে দেওয়া হবে না? সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দাঁত ভেঙে দেওয়া হবে না? তিনি বলেন, ‘হে আনাস! আল্লাহর কিতাব কিসাসের কথা বলে।’ তখন তারা রাযী হয়ে গেলো এবং মাফ করে দিলো, তখন নবী (সা.) বলেন, ‘আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমনও আছেন তাঁরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে যখন কসম খায় তখন আল্লাহ তা‘আলা তা সত্য পরিণত করে দেন।’

ফযারীর বর্ণনায় অতিরিক্ত এভাবে এসেছে যে, তারা দিয়াত নেওয়ার জন্য রাযী হয়ে গেল।’

এ হাদীসকে ইমাম বুখারী (রহ.) ও মধ্যস্থতায় নিজ সহীহতে নিম্নোক্ত অন্য দুটি স্থানে বর্ণনা করেছেন।

١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ».

হযরত মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আনসারী (রহ.) হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) বলেন, ‘মহান আল্লাহর কিতাব কিসাসের হুকুম দেন।’

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৯৬১, হাদীস: ২৫৫৬, খ. ৩, পৃ. ১০৩২, হাদীস: ২৬৫১, খ. ৪, পৃ. ১৬৩৬, হাদীস: ৪২৩০ ও পৃ. ১৬৮৫, হাদীস: ৪৩৩৫; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৩০২, হাদীস: ১৬৭৫; (গ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৮৮৪, হাদীস: ২৬৪৯; (ঘ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ১৯৭, হাদীস: ৪৫৯৫; (ঙ) আন-নাসায়ী, আস-সুনান, খ. ৮, পৃ. ২৭, হাদীস: ৪৭৫৬ ও ৪৭৫৭

২০ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، «أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثِيَابَهَا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقَصَاصِ».

হযরত হুমাঈদ (রহ.) হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'নযরের কন্যা একটি মেয়েকে মুষ্টি মেরেছে, যার কারণে তার সামনের দু'দাত ভেঙে যায়। সে নবী (সা.)-এর দরবারে হাযির হলে তখন তিনি কিসাসের হুকুম দিয়েছেন।'<sup>২</sup>

২১ - حَدَّثَنَا عَصَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرِ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ شَيْخًا؟ قَالَ: «كَانَ فِي عَنَفَقَتِهِ شَعْرَاتٌ بِيضٌ».

হযরত হারীয ইবনে ওসমান (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসার (রাযি.) থেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দৃষ্টিতে কি নবী (সা.)-এর কোন বৃদ্ধাবস্থার চিহ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেন, 'তার খুতনীর অল্প চুল সাদা হয়ে গেছিল।'<sup>৩</sup>

২২ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، يَقُولُ: «نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي رَيْتَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَأُطْعِمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْرًا وَلَحْمًا، وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّاءِ».

হযরত ঈসা ইবনে তাহমান (রহ.) থেকে বর্ণিত, আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-কে বলতে শুনেছি যে, 'পর্দার আয়াত হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাযি.)-এর বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৬৩৬, হাদীস: ৪২২৯

<sup>২</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৯৬১, হাদীস: ২৫৫৬ ও খ. ৬, পৃ. ২৫২৬, হাদীস: ৬৪৯৯

<sup>৩</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৩০২, হাদীস: ৩৩৫৩; (খ) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ৫, পৃ. ১৮৭, হাদীস: ২৫০৬৩; (গ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৪, পৃ. ১৮৭-১৮৮ ও ১৯০; (ঘ) আত-তাবারানী, মুসনদুশ শামিয়ীন, খ. ২, পৃ. ১২৯, হাদীস: ১০৪৫; (ঙ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, খ. ২, পৃ. ৬৬৩, হাদীস: ৪২০০, মুসনদে আহমদের সনদে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্ত মতে বিশুদ্ধ এবং এ সনদকে ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.) বিশুদ্ধ বলেছেন।

তঁার অলিমাতে নবী (সা.) রুটি-গোশত খাইয়েছেন এবং তিনি নবী (সা.)-এর অন্যান্য বিবিদের ওপর এ গৌরব করতেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমার শাদী আসমানে করিয়েছেন।<sup>১</sup>

---

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ২৭০০, হাদীস: ৬৯৮৫; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩, পৃ. ২৬৬, হাদীস: ১৩৩৮৫; (গ) আত-তাবারানী, *আল-মুজাম্মুল কবীর*, খ. ২৪, পৃ. ৩৯, হাদীস: ১০৭; (ঘ) আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, খ. ৭, পৃ. ৯১



## তৃতীয় অধ্যায় ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা না করার কারণ ও পর্যালোচনা

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ওপর একটি অপবাদ দেওয়া হয় যে, হাদীসের ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা না নেওয়ার কারণ তিনি হাদীসে দুর্বল ছিলেন। বাস্তবে এটি এমন একটি অপবাদ যা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির বা দ্বিধায় বলে থাকেন। তবে একথা সত্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি; কিন্তু তার ভিত্তিতে একথা দাবি করা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বিশ্বস্ত ছিলেন না তা নিতান্ত ভুল। যা শুধু ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কুৎসা রটনাকারীদের বৈশিষ্ট্য। আমরা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কিতাবসমূহে তালাশ করে দেখেছি কোথাও পাওয়া যায়নি আবু হানিফা (রহ.) বিশ্বস্ত ছিলেন না বা তাঁর থেকে বর্ণনা না করার কারণ সেটাই, যা কুৎসা রটনাকারীরা বলেছে। তাই আমাদের জানা দরকার ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে কেন হাদীস বর্ণনা করেননি।

### ১. কোন মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা না করা তাঁর দুর্বলতার প্রমাণ নয়

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করার আলোচনাকে আমরা এভাবে বলতে পারি, কোন মুহাদ্দিস অন্য কোন মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা না করা তাঁর দুর্বলতার প্রমাণ নয়, বরং তা বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যদি ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ সহীহ কিতাবে কোন মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা না করেন, তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তার জ্ঞানের স্থান কমে গেছে। যদি কেউ একথা বলে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) কোন মুহাদ্দিস সম্পর্কে ধারণা রাখার পর তার থেকে হাদীস বর্ণনা না করা তার উদ্দেশ্য এটাই যে, তিনি তাকে হাদীসে দুর্বল

বুঝেন। আমরা তার সম্পর্কে বলব, বাস্তবে মুহাদ্দিসগণের হাদীস বর্ণনার নিয়মনীতি ও হাদীস বর্ণনাকারীর অবস্থা নিয়ে তাঁরা অবগত নন। দলীল হিসাবে সিহাহ সিন্তার ইমামগণ ও ফিকাহর ইমামগণের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল এতে প্রমাণিত হবে যে, বিভিন্ন ইমাম পরস্পর ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কে থাকা সত্ত্বেও একে অপর থেকে হাদীস বর্ণনা করেনি।

৥১ ৥

**বুখারী ও মুসলিম ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এরও কোন বর্ণনা নেই**

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করা তাঁর অবিশ্বস্ত বা দুর্বলতার নিদর্শন। যদি তা বিশুদ্ধ মেনে নেওয়া হয়, তখন এ প্রশ্ন উঠে যে, তিনি তো তাঁদের নিকট দুর্বল বা অবিশ্বস্ত নন—সে প্রশ্ন কেউ করেননি।

১. ইমাম বুখারী (রহ.) শাফিয়ী মাযহাবের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তিনি যে রকম ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করেননি তেমনি তিনি ইমাম শাফিয়ী (রহ.) থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করেননি। ইমাম আল-কাস্তালানী (রহ.) ইরশাদুস সারী কিতাবে ইমাম বুখারী (রহ.) সম্পর্কে লিখেছেন যে,

لَمْ يَرْوِ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الصَّحِيحِ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম শাফিয়ী (রহ.) থেকে সহীহে বর্ণনা করেননি।’<sup>১</sup>

২. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ন্যায় ইমাম মুসলিম (রহ.)ও নিজ সহীহ কিতাবে ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর সনদে একটি বর্ণনাও গ্রহণ করেননি।

তাই অভিযোগকারীর নিকট আমাদের জিজ্ঞেসা, সহীহাইন প্রণেতাদ্বয় কি ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর হাদীসে অবিশ্বস্ত হওয়ার কারণে তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি এবং তা দ্বারা কি বলা যাবে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নিকট ইমাম শাফিয়ী (রহ.) হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। যদি তাঁদের বর্ণনা না করাকে দুর্বলতার মাপকাঠি বানানো হয় তখন প্রশ্ন উঠে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মাযহাবকে কেন গ্রহণ করেছেন। কেননা মাযহাব তো হাদীসের

<sup>১</sup> আল-কাস্তালানী, ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৩

ওপরই প্রতিষ্ঠিত। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) তাঁর মাযহাবের বুনিয়াদ সেসব হাদীসের ওপরই রেখেছেন যা তাঁর নিকট পৌঁছেছে। যদি হাদীস বর্ণনায় তাঁকে দুর্বল বলা হয়, তখন ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর মাযহাবের দিকে আকর্ষিত হওয়া বা তাঁর উসূল মতে আমল করা বা তাঁর মাযহাবকে প্রাধান্য দেওয়া বোধগম্য নয়। আমাদের কাছে এ রকম প্রমাণ নেই যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-কে দুর্বল মনে করতেন, বরং যদি কেউ এরকম বুঝে তা শুধু তার ভুল ধারণা। প্রত্যেক মুহাদ্দিগণের স্বতন্ত্র কিছু নিয়মনীতি থাকে, যার কারণে তাঁরা অনেকের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন না। অনেক এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিম্নে কিছু পেশ করা হলো।

৥২ ৥

**ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে শুধু একটিমাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন**

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর শিষ্য। যিনি ৮বার তাঁর নিকট গেছেন, তাঁর থেকে সারসরি শ্রবণ করেছেন।

১. ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বর্ণনা করেন যে,

دَخَلْتُ بَغْدَادَ آخِرَ ثَمَانٍ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ أَجَالِسُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ.

‘আমি শেষের ৮বার বগদাদ গেয়েছিলাম এবং প্রত্যেকবার ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি।’<sup>১</sup>

২. ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম সুয়তী ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

رَوَى عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>২</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ২, পৃ. ২; (খ) ইবনে নুকতা, আত-তাকয়ীদু লি-মা’রিফাতি রুওয়াতিস সুনা ওয়াল মাসানীদ, খ. ১, পৃ. ৩২; (গ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবাল্লা, খ. ১২, পৃ. ৪০৩

<sup>২</sup> (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ২৪, পৃ. ৩১; (খ) আস-সুয়তী, তাবাকাতুল হুফায, খ. ১, পৃ. ২৫২

তা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী (রহ.) পুরো বুখারী শরীফে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে মাত্র একটি হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাও হাদীসে মাওকুফ। এ হাদীস ইমাম বুখারী (রহ.) আস-সহীহে (নিকাহপর্ব, কোন মহিলা হালাল ও কোন মহিলা হারাম অধ্যায়ে ৫/১৯৬৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহ.) থেকে অধ্যায়ের তরজুমা তুল বাব লিখেছেন।

ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারীতে সেই স্থানে লিখেছেন,

وَلَيْسَ لِلْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الْكِتَابِ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) এ কিতাবে ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে এ স্থান ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনা সরাসরি গ্রহণ করেননি।’<sup>১</sup>

ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) আরও বলেন,

وَأُخْرِجَ عَنْهُ فِي آخِرِ الْمَغَازِي حَدِيثًا بِوَاسِطَةٍ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে অন্য আরকটি হাদীস কিতাবুল মাগাযীর শেষে পরোক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন।’<sup>২</sup>

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে পরোক্ষভাবে আস-সহীহের কিতাবুল মাগাযীতে নবী (সা.) কত বার যুদ্ধ করেছেন অধ্যায়ের (৪/১৬২১, হাদীস: ৪২০৩) অধীনে উল্লেখ করেছেন।

৩. ইমাম আবু নসর আল-কালাবায়ী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর রাবীর তালিকায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর নাম নেননি।

ইমাম বুখারী (রহ.) বগদাদ সফরের সময় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ঘরে ৮-বার অবস্থান করেছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) সেখানে অবস্থানের সময় তাঁর থেকে অনেক হাদীস গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পুরো বুখারী শরীফে তাঁর থেকে শুধু একটি হাদীস গ্রহণ করা হয়। আরেকটি পরোক্ষভাবে গ্রহণ করেছেন। এর দ্বারা কি বোঝা যাবে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) দুর্বল ছিলেন?

<sup>১</sup> আল-আসকালানী, ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী, খ. ৯, পৃ. ১৫৪

<sup>২</sup> আল-আসকালানী, ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী, খ. ৯, পৃ. ১৫৪

## ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর আস-সহীহ কিতাবে তাঁর শায়খ আয-যুহলী (রহ.)-এর পুরো নাম নেননি

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর একজন শায়খ ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খালিদ আয-যুহলী (রহ.) । ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ সহীহে ২০টি স্থানে ইমাম আয-যুহলী (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । যেমন- রোযা, চিকিৎসা, জানাযা, আযাদ ও অন্যান্য স্থানে । ইমাম বুখারী (রহ.) একটি স্থানেও তাঁর নাম নেননি । কোন স্থানে ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করতে গিলে বলেন, حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (অর্থাৎ পিতার ইয়াহইয়ার স্থানে দাদা উল্লেখ করেছেন) অন্য স্থানে লিখেন, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (অর্থাৎ পরদাদার দিকে সম্পর্ক করে দিয়েছেন) এ অর্থাৎ কোথাও নামের প্রথম অংশ উল্লেখ করেছেন, কোন স্থানে দাদার নাম উল্লেখ করেছেন, পিতা ও দাদার নাম উহ্য রেখেছেন । ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ শায়খ থেকে ৩০টি স্থানে বর্ণনা করেছেন; কোন স্থানে তাঁর পুরো নাম উল্লেখ করে বলেননি, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ।

পুরো নাম না নেওয়ার কারণ কুরআন সৃষ্টি বলার আকীদার অভিযোগ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাঝখানে গভীর মুহাব্বত ছিল । ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন । ইমাম বুখারী (রহ.)-এর লেখা গ্রন্থও তাঁর নিকট ছিল । ইমাম বুখারী (রহ.) যখন নিশাপুর গেলেন তখন সাধারণ মানুষ এবং স্বয়ং ইমাম মুহাম্মদ আয-যুহলী (রহ.) তাঁকে বিশেষভাবে স্বাগত জানালেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁকে এভাবে তুলে ধরেন,

لَمَّا قَدِمَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَيْسَابُورَ مَا رَأَيْتُ، وَالْيَا وَلَا عَالِيًا فَعَلَ بِهِ أَهْلُ نَيْسَابُورَ مَا فَعَلُوا بِهِ اسْتَقْبَلُوهُ مَرَّ حَلَّتَيْنِ، وَثَلَاثَ مَرَّاحِلَ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي مَجْلِسِهِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ غَدًا فَلْيَسْتَقْبِلْهُ، فَإِنِّي اسْتَقْبَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى، وَعَامَّةَ عُلَمَاءِ أَهْلِ نَيْسَابُورَ، فَدَخَلَ الْبَلَدَ، فَتَزَلَ دَارَ الْبُخَارِيِّينَ.

‘যখন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (রহ.) নিশাপুর এসেছেন তখন নিশাপুরবাসী তাঁকে যেভাবে স্বাগতম জানালেন অন্য কোন বিচারক বা আলিমকে জানানো হয়নি। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) নিজ দরসে ঘোষণা করে দেন যে, কেউ আগামীকাল মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে স্বাগত জানাতে উদ্যোগী হবেন সে যেন তাঁকে স্বাগত জানায়। কেননা আমিও তাঁকে স্বাগত জানাব। তখন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া (রহ.) এবং নিশাপুরের এক বিরাট দল তাঁকে স্বাগত জানান। তিনি শহরে এসে দারুল বুখারিয়ীনে অবস্থান নিয়েছিলেন।’<sup>১</sup>

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রতি সেই সম্মান নিশাপুরে পৌঁছার পরে করেছেন। ইমাম আয-যুহলী (রহ.) মানুষদেরকে বলেন,

اَذْهَبُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ فَاسْمَعُوا مِنْهُ.

‘তোমরা এ নেককার ব্যক্তির কাছে গিয়ে হাদীস শ্রবণ কর।’<sup>২</sup>

তখন মানুষেরা তাঁর নিকট গিলে হাদীস শ্রবণ করা আরম্ভ করেছেন। তাঁদের পরস্পরের মাঝে এতো নৈকট্য, মহব্বত ও সম্মান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। এখানেও সে ঘটনা হল যা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওপর অনেক মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, তিনি মুরজিয়া ছিলেন এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওপর অনেকেই অপবাদ দিয়েছিলেন, তিনি কুরআন সৃষ্টি বলার পক্ষে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.)-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কঠোর বিরোধিতা শুরু করেন। প্রথমে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.)-এর মাঝখানে গভীর সম্পর্ক ছিল। পরে তাঁর থেকে দূরে সরে যান এবং তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন যে, তাঁর দরসে যারা উপস্থিত হন তাদেরকে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দরসে যেতে নিষেধ করতেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) বলেন,

أَلَا مَنْ يَخْتَلِفُ إِلَى مَجْلِسِهِ لَا يَخْتَلِفُ إِلَيْنَا، فَإِنَّهُمْ كَتَبُوا إِلَيْنَا مِنْ بَعْدَادَ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي اللَّفْظِ، وَهَيْئَتِهِ، فَلَمْ يَنْتِهِ، فَلَا تَقْرَبُوهُ، وَمَنْ يُقْرَبَهُ فَلَا يُقْرَبْنَا.

<sup>১</sup> (ক) ইবনে আসাকির, *তায়ীখু দামিশক*, খ. ৫২, পৃ. ৯২; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৪৫৮

<sup>২</sup> আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৪৫৩

‘হুশিয়ার যে কেউ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মজলিসে যাবে, সে যেন আমাদের নিকট না আসে। কেননা আলিমগণ বাগদাদ থেকে লিখেছেন, তিনি কুরআনের শব্দের ওপর আলোচনা করেছেন। যা থেকে আমরা তাঁকে বাধা দিয়েছি, কিন্তু তিনি ফিরে আসেননি। তাই তোমরা তাঁর মজলিসে বসবে না এবং যে তাঁর কাছে বসবে সে যেন আমাদের মজলিসে না আসে।’<sup>১</sup>

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বিরোধিতায় নিশাপুরে ঘোষণা করেছিলেন যে,

لَا يُسَاكِنُنِي هَذَا الرَّجُلُ فِي الْبَلَدِ.

‘এ শহরে সে ব্যক্তির সাথে আমার বসবাস হতে পারে না।’<sup>২</sup>

فَحَسْبِيَ الْبُخَارِيُّ وَسَافَرِ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) ভয় পেয়ে সেখানে থেকে চলে গেলেন।’<sup>৩</sup>

ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.)-এর মাঝখানে মহানৈক্যের বিবরণ ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) তুলে ধরেছেন। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) সিয়াকু আ’লামিন নুবালা (১২/৪৬৫-৪৬০, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনী)।

যখন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কঠিন বিরোধী হয়ে গেলেন এবং তাঁর বিরোধিতা জ্ঞানী ও হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। যেহেতু তিনি হাদীসে বিশ্বস্ত ছিলেন এবং ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং নিজ কিতাবে তাঁকে উল্লেখ করেছেন। তাই তিনি প্রত্যেক স্থান থেকে তাও মিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হাদীস বাকী রাখলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর তাহকীক ছিল। যেসব হাদীস তিনি তাঁর থেকে গ্রহণ করেছেন তা বিশুদ্ধ ছিল, কিন্তু নিজ শায়খের নাম পরিপূর্ণভাবে কোথাও উল্লেখ করেননি। যাতে কেউ বলতে না পারে তিনি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.)

<sup>১</sup> (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ২, পৃ. ৩১; (খ) ইবনে আসাকির, তারীখু দামিশক, খ. ৫২, পৃ. ৯৫; (গ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ১২, পৃ. ৪৫৫

<sup>২</sup> আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ১২, পৃ. ৪৬০

<sup>৩</sup> আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ১২, পৃ. ৪৬০

থেকে বর্ণনা করেছেন। যদি তাঁর নাম উল্লেখ হত তখন মানুষেরা বলতো একদিকে তিনি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন অপরদিকে তিনি তাঁর ব্যাপারে এত কঠিন অবস্থান নিলেন এবং তখন মানুষ তাঁর থেকে বর্ণনা করা দ্বারা তাঁর ফাতওয়ার গ্রহণযোগ্যতার ওপর দলীল হবে। তাই তিনি ৩০টি স্থানে তাঁর নাম উহ্য রেখেছেন। এতে বোঝা গেলো, কারো থেকে বর্ণনা না আনা, কারো নাম উল্লেখ না করা বা কারো হাদীসকে অন্য বর্ণনা দিয়ে বর্ণনা করার প্রচলন হাদীসের ইমামদের মাঝে বিদ্যমান ছিল।

৥৪ ৥

### ইমাম মুসলিম (রহ.) আস-সহীহ কিতাবে ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে একটি হাদীসও নেননি

আরও এক চমৎকার দৃষ্টান্ত হল, ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১. ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন,

رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ.

‘ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজ সহীহ কিতাবে ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে বর্ণনায় একটি হাদীসও বর্ণনা করেননি। যত হাদীস তিনি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তা সবই তাঁর সহীহ ব্যতীত ভিন্ন কিতাবে করেছেন।

২. ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন যে, তিনি বলেন,

رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) তার থেকে জামে’ ব্যতীত বর্ণনা করেছেন।<sup>২</sup>

৩. ইমাম আল-কাস্তাল্লানী (রহ.) এভাবে বলেছেন,

رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ فِي غَيْرِ الصَّحِيحِ.

<sup>১</sup> আস-সুয়ুতী, তাবাকাতুল ইফফায, খ. ১, পৃ. ২৫২

<sup>২</sup> আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৯, পৃ. ৪১



‘ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর থেকে সহীহ ব্যতীত অন্য কিতাবে বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

৪. ইমাম আহমদ ইবনে আলী আল-আসবাহানী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর রাবীর তালিকায় ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মাঝে এত গভীর সম্পর্ক ছিল যে, যখন ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সামনে হাযির হতেন, তখন তিনি বরকত হাসিলের জন্য ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কপালে চুমু খেতেন এবং বলতেন,

دَعْنِي حَتَّى أَقْبَلَ رَجُلَيْكَ يَا أَسْتَاذَ الْأُسْتَاذِينَ، وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَطَيْبَ الْحَدِيثِ فِي عِلَالِهِ.

‘হে শিক্ষক জগতের শিক্ষক! মুহাদ্দিসকুল শিরোমনি! হাদীস বের করার ডাক্তার! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি আপনার কদমে চুমু দেই।’<sup>২</sup>

ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসের হাফিয ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি,

رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنِ الْحَجَّاجِ يَبْنِي يَدَيَّ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ وَهُوَ يَسْأَلُهُ سَوَّالَ الصَّبِيِّ الْمُتَعَلِّمِ.

‘আমি মুসলিম ইবনে হাজ্জাজকে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রহ.)-এর সামনে দেখেছি, তিনি তাঁর থেকে এভাবে প্রশ্ন করছেন যেমন— একজন শিশু ছাত্র উস্তাদের কাছে প্রশ্ন করেন।’<sup>৩</sup>

অন্যদিকে ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও পুরো ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজ শিক্ষক ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে একটি বর্ণনাও আনেননি। তার কারণ হল ইমাম মুহাম্মদ ইবনে

<sup>১</sup> আল-কাস্তালানী, *ইরশাদুস সারী লি-শরহ সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৩৩

<sup>২</sup> (ক) ইবনে নুকতা, *আত-তাকরীদ লি-মা’রিফাতি রুওয়াতিস সুনান ওয়াল মাসানীদ*, খ. ১, পৃ. ৩৩;

(খ) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ৩৪

<sup>৩</sup> (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ২, পৃ. ২৯; (খ) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ১, পৃ. ২৯; (গ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৯, পৃ. ৪৫

ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ইমাম মুসলিম (রহ.) উভয়ের শায়খ ছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) যখন দেখলেন, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.) উস্তাদ-শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে কুরআন সৃষ্টির মাসয়ালা নিয়ে অনেক মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বিপরীতে কঠিন ফতওয়া দিয়েছেন। যেহেতু ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) উভয়ের শিষ্য ছিলেন। তাই তিনি দুটি কাজ করলেন, কোন বর্ণনা ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে গ্রহণ করেননি এবং কোন বর্ণনা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) থেকেও গ্রহণ করেননি। উভয় শায়খকে এমনভাবে বর্জন করলেন যাতে তিনি কোন একপক্ষের হয়ে না যান। যেহেতু উভয়ে তাঁর শায়খ ছিলেন, উভয়ে সম্মানের অধিকারী। তাই উভয় থেকে শুনেছেন ও হাদীস অর্জন করেছেন। পক্ষপাত এড়িয়ে চলার জন্য উভয়কে বর্জন করলেন। তাই ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে নিজ সহীহ কিতাবে একটি হাদীসও করেননি এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) থেকেও একটি হাদীস বর্ণনা আনেননি।

ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা না করা কি দুর্বলতার প্রমাণ? যদি তাই হয় তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা না করার উত্তর একই। ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে বর্ণনা না করা তার দুর্বলতার প্রমাণ বলা যেমন হাস্যকর, তেমনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা না করাকে তা দুর্বলতার প্রমাণ বলাও হাস্যকর। তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন না? তিনি তো ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম উভয়েরই শায়খ ছিলেন।

### ইমাম মুসলিম (রহ.) ও তাঁর মাশায়েখ: একটি পর্যালোচনা

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খগণের সনদের দিকে একটু দেখা যায় ইমাম মুসলিম (রহ.) কত মাশায়েখ থেকে কম-বেশি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে একটি বর্ণনাও করেননি। নিম্নে তাঁদের একটি তালিকা দেওয়া হল:

১. সুনান প্রণেতা ইমাম আবু মুহাম্মদ আদ-দারিমী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম আদ-দারিমী

সূত্রে সহীহ কিতাবে ৭৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমনকি ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম আদ-দারিমী সূত্রে নিজ মুকাদ্দমায়ও ৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজ শায়খ ইমাম আবু যাকরিয়া ইয়াইয়া ইবনে বাকর ইবনে আবদুর রহমান আততামীমী আল-মিনকারী আন-নায়শাপুরী (রহ.) থেকেও অনেক বর্ণনা সহীহে এনেছেন। সহীহ মুসলিমে কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ওয়াযু, কিতাবুস সালাত, কিতাবুর রুয়া, কিতাবুল জানায়িয, কিতাবুস সওম, কিতাবুল হিবা, কিতাবুল হজ্জ, কিতাবুন নিকাহ, কিতাবুল বুযু', কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুস সাযদ, কিতাবুল আশরিবা, কিতাবুল লিবাস, কিতাবুল আদব, কিতাবু ইমাতাতি আযা ও কিতাবুল ইলম ইত্যাদি ছাড়াও আরও অন্যান্য পর্ব-অধ্যায়েও ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর থেকে অনেক বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।<sup>১</sup>
৩. ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজ শায়খ ইমাম আবদুল রহমান আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা ইবনে কা'নাব আল-হারিসী আল-কা'নাবী (রহ.) থেকে নিজ সহীহ কিতাবে ৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীস সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ওয়াযু, কিতাবুল সালাত, কিতাবুল হজ্জ, কিতাবুস সওম, কিতাবুয যাকাত, কিতাবুন নিকাহ, কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল আতইমা ও কিতাবুল কুদরাত ছাড়াও অন্যান্য পর্বে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু আবদুর রহমান আল-কা'নাবী (রহ.)-এর হাদীস অনেক উঁচু মানের। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) সহীহ মুসলিমে তাঁর থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন,

هُوَ مِنْ أَعْلَى شَيْءٍ فِي صَحِيحِهِ.

‘এটি সহীহ মুসলিমের উত্তম বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।’<sup>২</sup>

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর আরেকজন শায়খ ইমাম আবু যুরআ আর-রাযী (রহ.)। তিনি ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর খাস সম্পর্ক ছিল। ইমাম খতীবুল বগদাদী (রহ.), ইমাম আবুল কাসিম ইবনে আসাকির (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নুকতা (রহ.), ইমাম আবু আমর

<sup>১</sup> ইবনে মানজুইয়া, *রিজালু সহীহ মুসলিম*, খ. ২, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪

<sup>২</sup> আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১০, পৃ. ২৬৪

ইবনুস সালাহ (রহ.), ইমাম মুহম্মদীন আন-নববী (রহ.) ও অন্যান্য ইমামগণ ইমাম আহমদ ইবনে সালাম (রহ.)-এর বর্ণনা এভাবে করেছেন,

رَأَيْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَأَبَا حَاتِمٍ يَقْدَمَانِ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ عَلَى مَشَائِخِ عَصْرِهِمَا.

‘আমি ইমাম আবু যুরআ (রহ.) ও ইমাম আবু হাতিম (রহ.)-কে দেখেছি তারা ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ (রহ.)-কে নিজ যুগের মাশায়েখের বিশুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে হুঁশিয়ার করতেন।’<sup>১</sup>

ইমাম মুহম্মদীন আন-নববী (রহ.), ইমাম আবু আমর ইবনুস সালাহ (রহ.) ও অন্যান্য হাদীসের ইমামগণ বর্ণনা করেছেন যে, হাদীসের হাফিয ইমাম মক্কী ইবনে আবাদান নীশাপুরী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-কে বলতে শুনেছেন,

عَرَضْتُ كِتَابِي هَذَا «الْمُسْنَدُ» عَلَى أَبِي زُرْعَةَ، فُكِّلَ مَا أَشَارَ أَنْ لَهُ عِلَّةً تَرَكْتُهُ، وَكُلُّ مَا قَالَ: أَنَّهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ، خَرَجْتُهُ.

‘আমি আমার এ কিতাব জামিউস সহীহ ইমাম আবু যুরআ আর-রাযী (রহ.)-এর খিদমেত পেশ করেছি। তখন তিনি যে যে বর্ণনার দোষ চিহ্নিত করে দিয়েছেন আমি তা ছেড়ে দিয়েছি এবং যে যে বর্ণনার ব্যাপারে তিনি বলেন, বিশুদ্ধ; তাতে কোন দোষ নেই তা আমি নিজ সহীহে বিদ্যমান রেখেছি।’<sup>২</sup>

ইমাম আবু আমর ইবনুস সালাহ (রহ.) মুকাদ্দমায় বলেন,

إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، حَدَّثَ بِهِ مُسْلِمٌ بِحَضْرَةِ أَبِي زُرْعَةَ.

‘তার সনদ উত্তম। ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু যুরআর খিদমেতে থেকে এ বর্ণনা করেছেন।’<sup>৩</sup>

ইমাম আবু আমর ইবনুস সালাহ (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নিকট ইমাম আবু যুরআ (রহ.)-এর উটুমানের মর্যাদার কথা স্বীকার

<sup>১</sup> (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ১০১; (খ) ইবনে আসাকির, তারীখু দামিশক, খ. ৫৮, পৃ. ৯০; (গ) ইবনে নুকতা, আত-তাকয়ীদু লি-মা’রিফাতি রুওয়াতিস সুনাও ওয়াল মাসানীদ, খ. ১, পৃ. ৪৪৭; (ঘ) আন-নাওয়াওয়ী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খ. ২, পৃ. ৩৯৭

<sup>২</sup> (ক) আন-নাওয়াওয়ী, আল-মিনহাজ শরহ সহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, খ. ১, পৃ. ১৫-২৬; (খ) ইবনুস সালাহ, সিয়ানাভু সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৬৭ ও ১০০; (গ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবাল্লা, খ. ১২, পৃ. ৫৬৮

<sup>৩</sup> ইবনুস সালাহ, মা’রিফাতু আনওয়ায়ি উলুমিল হাদীস, পৃ. ২৯৯

করেছেন। অর্থাৎ ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁর থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনা ইমাম মুসলিম (রহ.) কিতাবুয যিকর, দুআ, তওবা ও ইস্তিগফারে জান্নাতের অধিকাংশ মানুষ গরীব অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। অথচ তিনি হাদীসশাস্ত্রে অনেক কিছু অর্জন করেছেন। মনে হয় ইমাম মুসলিম (রহ.) তার পুরো সহীহ বিশুদ্ধতার সনদ ইমাম আবু যুরআ (রহ.) থেকে গ্রহণ করেছেন। যে শায়খের কাছে পুরো কিতাব পেশ করে নিজ বর্ণনাসমূহের সত্যায়ন করলেন। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর কাছে ইমাম আবু যুরআ (রহ.) কত গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু পুরো সহীহ মুসলিমে শুধু একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর বিপরীতে অন্য হাদীসের ইমামগণের বর্ণনা দেখেন যাদের থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.) ৭০-৮০-এর অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ থেকে কি একথা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নিকট ইমাম আবু যুরআ (রহ.) হাদীসে দুর্বল ছিলেন? তিনি কম বর্ণনাকারী ছিলেন বা তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন না? অথচ তিনিই তো পুরো সহীহ মুসলিমের সনদের নির্ভরযোগ্যতার সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

৥৫ ॥

**ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সনদে তিরমিযী শরীফে শুধু একটি বর্ণনা**

ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ৩জনই ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদীসের দোষের আলোচনায় (عِلُّ الْحَدِيثِ) ১১৪টি স্থানে ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। কিন্তু পুরো কিতাবে তাঁর থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তেমনি ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইমাম আবু দাউদ (রহ.) থেকে শুধু ৩টি বর্ণনা করেছেন। অথচ ছাত্র হিসেবে তাঁর থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَخْضُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ».

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘রমযানের কারণে তোমরা শাবানের চাঁদ দেখে নাও।’<sup>১</sup>

ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.) তাঁকে সত্যায়ন করে বলেন যে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সাথে

<sup>১</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি‘উল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৭১, হাদীস: ৬৮৭

সফরেও ছিলেন। সে সময় তিনি তাঁর থেকে শ্রবণ করতেন এবং তাঁর খেদমত আঞ্জাম দিতেন। তাঁর এবং ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মাঝে গভীর সম্পর্ক ছিল। তাই ইমাম তিরমিযী (রহ.) গৌরব করে বলতেন, আমি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সাথে সফরসঙ্গী ছিলাম।<sup>১</sup> অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শুধু শিষ্য ছিলেন না, বরং তাঁর অতি নিকটবর্তী ছিলেন। কিন্তু হাজারো হাদীস চয়নের পর তার থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

### সুনানে তিরমিযীতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা

ইমাম তিরমিযী (রহ.) নিজের অন্যান্য মাশায়েখ থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমনকি এ ধরনের মাশায়েখ যারা দুর্বল তাঁদের থেকেও অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদিকে তিনি ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে একটি ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.) থেকে ৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর অন্যান্য মাশায়েখ থেকে নেওয়া হাদীসের পরিসংখান হচ্ছে,

ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইমাম কুতাইবা ইবনে সাঈদ (রহ.) থেকে ৬১৯টি, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে বাশশার বুনদার (রহ.) থেকে ৪৯৫টি, ইমাম মাহমুদ ইবনে গায়লান আল-মারওযী (রহ.) থেকে ৩৪২টি, ইমাম হান্নাদ ইবনুস সিররী আদ-দারিমী (রহ.) থেকে ২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তেমনি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-আদনী (রহ.) থেকে ১৮১টি, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলা আল-হামদানী (রহ.) থেকে ১৯৩টি, ইমাম আল ইবনে হাজর আস-সা'দী (রহ.) থেকে ১৭৩টি, ইমাম আবদুল হামীদ ইবনে হামীদ আল-কাশী আল-আনসারী (রহ.) থেকে ১৫৮টি, ইমাম আহমাদ ইবনে মুনী' আল-বগভী (রহ.) থেকে ২৫৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ৯জন মাশায়েখ থেকে আনুমানিক ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২৭০৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সুনানে তিরমিযীর অর্ধেকের বেশি হাদীস উক্ত ৯জন মাশায়েখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

### তিরমিযী শরীফে দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা

ইমাম তিরমিযী (রহ.) সেসব মাশায়েখের আলোচনা, যাদেরকে জরহ ওয়াত তা'দীলের ইমামগণ দুর্বল গণনা করেছেন। তাদের থেকে ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর সুনানে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেই

<sup>১</sup> ইবনে আবদুল হাদী, মুখতাসাক তাবাকাতি উলামায়িল হাদীস, খ. ২, পৃ. ৩৯০

গণনাও ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর বর্ণনার চেয়ে বেশি। কোন মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা নেওয়ার কারণে কি তাঁর নির্ভরতা বেড়ে যায়? এবং কারো থেকে কম নিয়ে কি তাঁর নির্ভরতা কমে যায়? যদি মূলনীতি সেটি হয়, তখন সুনানে তিরমিযীর এ তুলনার ব্যাপারে প্রশ্নকারী কি বলবেন?

ইমাম তিরমিযী (রহ.) মুহাম্মদ ইবনে হাইয়ান আর-রাযী থেকে ২৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ইমাম আবু যুরআ আর-রাযী (রহ.) ও ইমাম ইবনে খররাশ (রহ.) বলেন, সে মিথ্যা বলে।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আল-আজালী থেকে ১৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে জরহ ও তা'দীলের ইমামগণ বলেন, সে শক্তিশালী নয়।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ থেকে ৬৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে জরহ ওয়াত তা'দীলের ইমামগণ বলেন, مَرْوُوكٌ الْحَدِيثُ (তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস ছেড়ে দেওয়া হবে।) একইভাবে তিনি ওমর ইবনে ইসমাঈল আল-হামদানী থেকে ৫ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেও গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী নয়।

আসল কথা ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর সেসব শায়খ, যারা জরহ ও তা'দীলের ইমামদের নিকট উচ্চমানের তারা হলেন, ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম আবু মুহাম্মদ আদ-দারিমী (রহ.) ও ইমাম আবু যুরআ (রহ.) প্রমুখ। এ ৫জন ইমাম থেকে বর্ণিত হাদীস একত্র করলে তখন দেখা যাবে দুর্বল মাশায়েখের বর্ণনার গণনা তাদের ওপর বেড়ে যাবে। ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁদের থেকে যে হাদীস গ্রহণ করেছেন তা অন্য বর্ণনা মতে বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে গ্রহণ করেছেন। তেমনি ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর ৩জন বর্জিত ৩ মাশায়েখ তথা সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী' ইবনুল জাররা, ওমর ইবনে ইসমাঈল আল-হামদানী, আলা ইবনে মুসলিম রুওয়াস থেকে ৭১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ গণনা ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ও ইমাম আবু যুরআ (রহ.)-এর বর্ণনা থেকেও অনেক অনেক বেশি।

যদি কোন মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা না করাকে তার দুর্বলতার প্রমাণ বা কম জ্ঞানের প্রমাণ হিসেবে ধরা হয় তখন তা হাদীসশাস্ত্রে রাবীর জ্ঞান বিষয় নিয়ে অবগত না হওয়ারই ফসল।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সনদের সুনানে নাসায়ীতে শুধু একটি হাদীস

সিহাহ সিভার ইমামদের মধ্যে ইমাম নাসায়ী (রহ.)ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিষ্য । কিন্তু ইমাম আল-কাস্তাল্লানী (রহ.)-এর বর্ণনা মতে তিনিও তাঁর সুনানে ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেননি । তিনি বলেন,

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَمْ يَرَوْهُ عَنْهُ شَيْئًا.

‘বিশুদ্ধ মত হল ইমাম নাসায়ী (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা আনেননি ।’<sup>১</sup>

গবেষণা মতে, দেখা যায়, ইমাম নাসায়ী (রহ.) নিজ সুনানে ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে শুধু একটি হাদীস রোযা পর্বে (রামাযান মাসে দান ও ফযীলত অধ্যায়, ৪/১২৫, হাদীস: ২০৯৬) বর্ণনা করেছেন ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সিলসিলাতুয  
যাহাবে একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন এবং তিনি ইমাম শাফিয়ী (রহ.) থেকে ইমাম মালিক (রহ.)-এর মুওয়াত্তা সরাসরি শুনেছেন । কিন্তু তাঁর থেকে সিলসিলাতুয যাহাবের শুধু একটি মাত্র হাদীস গ্রহণ করেছেন ।

১. ইমাম আবু ইয়াল্লা খলীল ইবনে আবদুল্লাহ আল-খলীলী (ওফাত: ৪৪৭ হি.) নিজ গ্রন্থে বলেন যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন,

كُنْتُ سَمِعْتُ الْمُوطَّأَ مِنْ بَضْعَةِ عَشَرَ نَفْسًا مِنْ حُقَاطٍ أَصْحَابِ مَالِكٍ،  
فَأَعَدُّهُ عَلَى الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنِّي وَجَدْتُهُ أَقْوَمَهُمْ بِهِ.

‘আমি ইমাম শাফিয়ী (রহ.) থেকে মুওয়াত্তা মালিক দ্বিতীয়বার শুনেছি । কেননা আমি তাঁকে অন্য মুহাদিসের বিপরীতে পাকাপোক্ত দেখিছি । অথচ আমি তাঁর পূর্বে দশের অধিক যারা ইমাম মালিক (রহ.)-এর শিষ্য ও হাদীসের হুফফায় থেকে শুনেছি ।’<sup>২</sup>

<sup>১</sup> আল-কাস্তাল্লানী, ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৩

<sup>২</sup> (ক) আল-খলীলী, আল-ইরশাদ ফী মা’রিফাতি ওলামায়িল হাদীস, খ. ১, পৃ. ২৩১, হাদীস: ৬১; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৯, পৃ. ২৭



২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে সামান্য ভিন্ন শব্দ দিয়ে ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)ও নিজ কিতাবে বলেন,

سَمِعْتُ الْمُوطَّأَ مِنَ الشَّافِعِيِّ؛ لَأَنِّي رَأَيْتُهُ فِيهِ ثَبَّتًا وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَمَاعَةٍ قَبْلَهُ.

‘আমি ইমাম শাফিয়ী (রহ.) থেকে মুওয়াত্তা মালিক শুনেছি। কেননা আমি তাঁকে সেখানে পাকাপোক্ত দেখেছি। অথচ ইতঃপূর্বে আমি মুহাদ্দিসগণের একটি দল থেকে শুনেছি।’<sup>১</sup>

৩. ইমাম আবু সাঈদ আল-আলায়ী (রহ.) প্রমুখ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর উত্তম সনদের স্বীকৃতিও ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন,

رَوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

‘ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইমাম শাফিয়ী (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম মালিক (রহ.) থেকে, তিনি হযরত নাফি’ (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে।’<sup>২</sup>

৪. ইমাম তাজউদ্দীন আস-সুবকী (রহ.) সে সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, ‘ইমাম মালিক (রহ.); তিনি হযরত নাফি’ (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত’—এ পদ্ধতিকে সিলসিলাতুয যাহাব বলা হয়। তিনি লিখেছেন,

فَقُلْتُ إِذَا شِئْتَ فِي أَحْمَدَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَالْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ هَكَذَا.

‘অতপর যদি চাও তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইমাম শাফিয়ী (রহ.) থেকে বর্ণনা করা, তিনি ইমাম মালিক (রহ.) থেকে

<sup>১</sup> (ক) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ১০, পৃ. ৫৯; (খ) আল-আসকালানী, *আন-নুকাহু আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ*, খ. ১, পৃ. ১২২; (গ) আস-সুয়ুতী, *তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াবী*, খ. ১, পৃ. ৮০

<sup>২</sup> আল-আসকালানী, *আন-নুকাহু আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ*, খ. ১, পৃ. ১২৪

বর্ণনা করা, তিনি হযরত নারি' (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে । একইভাবে ইমাম আল-মুযানী (রহ.) ইমাম শাফিযী (রহ.) থেকে বর্ণনা করা সিলসিলাতুয যাহাবেবের অন্তর্ভুক্ত ।<sup>১</sup>

ইমাম মালিক (রহ.)-এর হযরত নারি' (রহ.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর পদ্ধতিতে বর্ণিত সনদ হচ্ছে, সিলসিলাতুয যাহায । এ সিলসিলাতুয যাহাব ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইমাম শাফিযী (রহ.)-এর পদ্ধতিতে ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত । নতুন গবেষণা মতে চিত্তনীয় বিষয় হল, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর মুসনদে প্রায় ২৬ হাজার ৩৬৩টির পবিত্র হাদীস একত্রে করেছেন । তাদের মধ্যে নিজ প্রধান শায়খ ইমাম শাফিযী (রহ.) থেকে ৯টি হাদীস বর্ণনা করেছেন । সে সিলসিলাতুয যাহাবে তিনি তাঁর মুসনদে সেই ৯ হাদীস থেকে মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সিলসিলাতুয যাহাবে উঁচু মানের পদ্ধতিতে মাত্র একটি হাদীসকে ২৬ হাজার হাদীস থেকে মুসনদে আহমদ (২/১০৮)-এ বর্ণনা করেছেন, বাকী অন্য কোন স্থানে সে পদ্ধতিকে বর্ণনা করেননি ।

এটা দ্বারা কি কোন অজ্ঞ এ ফলাফল বের করতে পারবে, তিনি উঁচু মানের সনদকে গ্রহণ করেননি?

আসল কথা হল, ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ লাভ করেনি । তাই বিভিন্ন কারণে তাঁর পর্যন্ত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ব্যাপারে মুরজিয়া হওয়ার মিথ্যা অপবাদ পৌঁছেছে । তাই তিনি হাদীস বর্ণনা ছেড়ে দিয়েছেন । তা এ রকম যে রকম ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) পর্যন্ত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কুরআন সৃষ্টি অপবাদ পৌঁছেছিল । তাই তিনি তাঁর বিপরীতে ফাতওয়া দিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ভীষণ মতবিরোধ দেখা দিয়েছে । যাদের কাছে এ অপবাদ পৌঁছেছে তা আর দূরিভূত হয়নি । এ কারণে তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ ছেড়ে দিয়েছেন বা তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন বা তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন বা কলম ধরেছেন । তাঁর বিরুদ্ধে ঈর্ষাপরায়াণ ব্যক্তি তাঁর মুরজিয়া হওয়ার অপবাদের পাহাড় তুলে দিয়েছেন এবং তা প্রচার করেছেন এবং

<sup>১</sup> আস-সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিযা আল-কুবরা, খ. ২, পৃ. ৬৩, ক্র. ৮

দুর্ভাগ্যবশত তা ইমাম বুখারী (রহ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। কিন্তু তার জবাব পৌঁছেনি। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা ছেড়ে দিয়েছেন। তাই তা দ্বারা কখনো এ ফলাফল বের করা যাবে না যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দুর্বল ছিলেন, তাই তার থেকে বর্ণনা আনেননি। তা বাস্তবে হাদীসশাস্ত্রে রাবী বিজ্ঞান অজ্ঞতার ফলাফল।

## ২. বর্ণনা না আনার কারণ ঈমানের সংজ্ঞায় মতানৈক্য

আমরা এ কিতাবে ১১শ অধ্যায়ে তুলে ধরেছি যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাশায়েখের শায়খ ছিলেন। সেখানে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম বুখারী (রহ.) ৬টি মধ্যস্থতায় হাদীসে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পৌত্র শিষ্য এবং অন্য ৬ মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পৌ-পুত্র শিষ্য ছিলেন। যখন ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য হয়ে গেলেন তখন কি কারণে তিনি নিজ শায়খ থেকে বর্ণনা আনেননি। এ ব্যাপারে আমরা গভীরভাবে তলিয়ে দেখে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে হাদীস গ্রহণ না করার মূল কারণ অবিশ্বস্ত, দুর্বল বা হাদীস কম বর্ণনা করা নয়, বরং তার মূল কারণ ছিল একটি জ্ঞানগর্ভ মতানৈক্যের বিষয়, যেখানে প্রত্যেক আপন আপন স্থানে অনড় ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মধ্যখানে ঈমানের সংজ্ঞায় মতানৈক্য ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অন্তরের বিশ্বাস ও মুখে স্বীকৃতি করার নামকে ঈমান বলেছেন এবং সেখানে আমলকে অন্তর্ভুক্ত করেননি, বরং ইমাম বুখারী (রহ.) ঈমান বলেছেন এবং সেখানে আমলকে অন্তর্ভুক্ত করেন। নিম্নে তাঁদের সে দৃষ্টিভঙ্গি ও মতানৈক্য বিষয়কে নির্ভরযোগ্য কিতাবের মাধ্যমে তুলে ধরা হল:

৥১ ৥

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে ঈমান কথা ও কাজের নাম

ইমাম বুখারী (রহ.) ঈমানের সংজ্ঞায় কথা ও আমল উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

১. ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই তাঁর সহীহ কিতাবে ঈমান পর্বের প্রথম অধ্যায়ে ঈমানের সংজ্ঞায় বলেছেন,

وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ.

‘ঈমান কথা ও কাজের নাম।’<sup>১</sup>

২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নুআইম (রহ.) থেকে বর্ণিত, যে সময় ঈমানের সংজ্ঞায় আলিমদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা চলছে আমি ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তখন তিনি বললেন,

قَوْلٌ وَعَمَلٌ.

‘ঈমান কথা ও কাজের নাম।’<sup>২</sup>

এসব উক্তি মতে ইমাম বুখারী (রহ.) কথা ও কাজ উভয়ের সমন্বয়কে ঈমান বলেন। তাঁর নিকট শুধু মুখে স্বীকার করার নাম ঈমান নয়, বরং ঈমান সেই সময় বলা হবে যখন তার সাথে আমলও পাওয়া যাবে। যখন কোন মুসলিম মুখে স্বীকার করার পর শরীয়তের আমলসমূহ তথা— নামায-রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে আমল করবে তখনই তাকে মুমিন বলা হবে।

৥২ ৥

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নিকট ঈমান  
অন্তরের বিশ্বাস ও মুখে স্বীকার করার নাম

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নিকট ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাস ও মুখে স্বীকার করার নাম। যাকে الْإِيمَانُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصَدِيقُ بِالْقَلْبِ (মুখের স্বীকার ও অন্তরের বিশ্বাস) বলা হয়। তিনি ঈমানের সংজ্ঞায় আমলকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। হ্যাঁ, ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য অবশ্যই আমল প্রয়োজন।

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নিজ কিতাব আল-ফিকহুল আকবরে লিখেছেন,

الْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصَدِيقُ.

‘ঈমান শুধু মুখে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস করার নাম।’<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১১

<sup>২</sup> (ক) আল-আসকলানী, হাদিস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী, পৃ. ৪৯১; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৯, পৃ. ৪৫

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর কিতাব *আল-ওয়াসিয়ায়* ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

الإِيمَانُ إِفْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ.

‘ঈমান মুখে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস করার নাম।’<sup>১</sup>

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ঈমানের সংজ্ঞা দ্বারা বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ও তাঁর মধ্যখানে মৌলিকভাবে মতপার্থক্য ঈমানের সংজ্ঞায় আমলকে অন্তর্ভুক্ত করা ও না করার মধ্যে ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আমলকে ঈমান পরিপূর্ণ করার জন্য আবশ্যিক বলেন এবং তাকে ঈমানের অংশ মনে করেন না। অথচ ইমাম বুখারী (রহ.) আমলকে ঈমানের অংশ মনে করেন।

৥৩ ৥

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ‘আমি আমার বিশ্বাসের বিপরীত আকীদা পোষণকারী থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করিনি।’

ঈমানের সংজ্ঞায় মৌলিকভাবে উভয়ের মধ্যখানে পার্থক্য থাকার কারণে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেননি। তা স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কথা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. ইমাম হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওয়ায্‌যাহ (রহ.) ও ইমাম মক্কী ইবনে খালাফ ইবনে আফফান (রহ.) থেকে বর্ণিত, আমরা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.)-কে বলতে শুনেছি,

كَتَبْتُ عَنْ أَلْفٍ نَفَرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَزِيَادَةٍ وَلَمْ أَكْتُبْ إِلَّا عَمَّنْ قَالَ: الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَلَمْ أَكْتُبْ عَمَّنْ قَالَ: الإِيمَانُ قَوْلٌ.

‘আমি হাজারের বেশি আলিমদের নিকট থেকে হাদীস লিখেছি, আমি শুধু সেসব মুহাদ্দিস থেকে হাদীস লিখেছি যারা বলেছেন, ঈমান কথা ও কাজের সমষ্টির নাম এবং সেসব মুহাদ্দিস থেকে হাদীস লিখিনি, যারা বলেছেন, ঈমান শুধু কথার নাম।’<sup>২</sup>

২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবু হাতিম (রহ.) থেকে বর্ণিত, ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন,

<sup>১</sup> আবু হানিফা, *আল-ফিকহুল আকবর*, পৃ. ১৪১

<sup>২</sup> আবু হানিফা, *আল-ওয়াসিয়া*, পৃ. ৬৩৫

<sup>৩</sup> আল-লালকায়ী, *শরহ উসূল ই’তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ মিনাল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ ওয়া ইজমায়িস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ৮

كَتَبْتُ عَنِ الْفِ وَتَمَّيْنَنَ نَفْسًا لَيْسَ فِيهِمْ إِلَّا صَاحِبَ حَدِيثٍ، وَقَالَ أَيُّضًا:  
لَمْ أَكْتُبْ إِلَّا عَمَّنْ قَالَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ.

‘আমি স্বয়ং নিজে ৩১ ব্যক্তি থেকে হাদীস লিখেছি। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) আরও বলেন, আমি হাদীসকে শুধু সেসব মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা করেছি, যিনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই ঈমান কথা ও কাজের নাম।’<sup>১</sup>

৥৪ ॥

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে  
হাদীসে দুর্বল হওয়ার অপবাদ দেননি

যেহেতু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট ঈমান কথা ও কাজের নাম, তাই তিনি হাদীস বর্ণনায়ও সে বিশ্বাসে রেখেছেন। তিনি সেসব মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাঁরা কথা ও কাজের সমন্বয়কে ঈমান বলেছেন। এই জ্ঞানগত মতানৈক্যের কারণে তিনি যাঁরা আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেননি তাঁদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি। যাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও ছিলেন। সে জ্ঞানের মতানৈক্যকে ইমাম বুখারী (রহ.) বলে দেওয়া তাঁর ঈমানদারী, দীনদারী তাকওয়া, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ এবং সে বর্ণনা দ্বারা তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিরোধীদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে হাদীসশাস্ত্রে কখনো অবিশ্বস্ত ও দুর্বল মনে করতেন না।

৥৫ ॥

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়া  
হওয়ার অপবাদের বাস্তবতা কী?

প্রথম যুগে মুরজিয়া নামক একটি শাখা ঈমানকে অন্তরের বিশ্বাস ও মুখে স্বীকৃতি দেওয়াকে বলা হত। তাই যে ব্যক্তির আকীদা ছিল ঈমান মুখে স্বীকার করা ও অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং আমল তার পরিপূরক তাদেরকে মুরজিয়া বলে প্রত্যাখ্যান করা হত। একই পরিস্থিতির শিকার হলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)। অথচ তাঁর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক

<sup>১</sup> (ক) আল-কাসতাল্লানী, *ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৩২; (খ) আল-আসকলানী, *হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, পৃ. ৪৭৯

ছিল না। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে বলেন,

كَانَ مُرْجَأًا، سَكَتُوا عَنْهُ، وَعَنْ رَأْيِهِ، وَعَنْ حَدِيثِهِ.

‘তিনি মুরজিয়া ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর থেকে বর্ণনা, তাঁর মতামত গ্রহণ ও তাঁর হাদীস গ্রহণে নিশ্চুপ ছিলেন।’<sup>১</sup>

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ খাওয়ারিজ, কদরিয়া, মু‘তাযিলা ইত্যাদি বাতিল ফেরকা দিয়েছিল। কারণ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রাথমিকভাবে এসব বাতিল দলের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। তারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ সমাজে ছড়িয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছিল। ইসলামের সাথে যার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই।

১. কদরিয়ার বিশ্বাস মতে, মানুষ তার কাজের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। সেখানে প্রভুর কোন ইচ্ছা বিদ্যমান নেই এবং তারা তাদের সে আকীদাকে প্রচার করতে থাকে। যার কারণে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাদের ঘোর বিরোধিতা করেন।
২. মু‘তাযিলা দলের বিশ্বাস হল, কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন নয়। তাই সে মরে যাওয়ার পরে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। যারাই তাদের বিরোধিতা করতো তাদেরকে তারা মুরজিয়া বলতো।
৩. খারিজীদের বিশ্বাস ছিল, করীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির। তার জান-মালও তাদের জন্য হালাল। তাদের মতেও তাঁরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।
৪. চতুর্থ বাতিল ফিরকা মুরজিয়া। তারা খারিজীদের বিপরীতে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। তারা বলতো, পরিপূর্ণ ঈমান মুখে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস করার নাম। আমলের সেখানে কোন প্রয়োজন নেই এবং অনেকে এও বলতো যে, ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম। যদি মৌখিকভাবে কুফরী ঘোষণা করে, পূর্তিপূজা করে বা ইসলামী রাষ্ট্রে ইহুদি-খ্রিস্টানের সাথে আঁতাত করে চলে, ত্রিত্ববাদের কথা বলে, তার আমল যে রকমই হোক না কেন। সে মরার সময় পরিপূর্ণ ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে। তাদের বিশ্বাস হল, ঈমানের অবস্থায়ও গোনাহ প্রকাশ তা কোন ক্ষতি করবে না। সে রকম কুফরী অবস্থায় প্রভুর আনুগত্য গ্রহণযোগ্য নয়।<sup>২</sup>

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আত-তায়ীখুল কবীর, খ. ১, পৃ. ৮১, ক্র. ২২৫৩

<sup>২</sup> ইবনে হাযম, আল-ফসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, খ. ৪, পৃ. ১৫৪-১৫৫

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এসব বাতিল ফিরকা থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তিনি কখনো এসব বাতিল আকায়িদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন না। বরং সব সময় তাদের বিরোধিতা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন,

لَا نَقُولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ، وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ يَخْلُدُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بَعْدَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا، وَلَا نَقُولُ: إِنَّ حَسَنَاتِنَا مَقْبُولَةٌ وَسَيِّئَاتِنَا مَعْفُورَةٌ كَقَوْلِ الْمُرْجِيَّةِ. وَلَكِنْ نَقُولُ: مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً بِجَمِيعِ شَرَائِطِهَا خَالِيَةً عَنِ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ وَالْمَعَانِيِ الْمُبْطِلَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالْكُفْرِ وَالرَّدَّةِ حَتَّى يُخْرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُضِيعُهَا، بَلْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَيُنِيبُهُ عَلَيْهَا. وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُونَ الشَّرِكِ وَالْكَفْرِ وَلَمْ يَتَّبِعْ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا، فَإِنَّهُ فِي مَشِئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِالنَّارِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ أَصْلًا.

আমি বলি না যে, মুমিনকে তার পাপ কোন ক্ষতি করবে না এবং সে দোষখে যাবে না। যে রকম বাতিল ফেরকা মুরজিয়া বলে থাকে এবং মু'তাযিলা ও খারিজীদের মতো বলি না, যে, সব সময় দোষখে থাকবে যদিও সে ফাসিক হয় এবং দুনিয়া থেকে ঈমানের অবস্থায় বিদায় নেয়। আমরা মুরজিয়ার মতো বলি না যে, আমাদের পুণ্যসমূহ মাকবুল এবং পাপসমূহ মাফ। বরং আমাদের বিশ্বাস হল, যে ব্যক্তি ভালো কাজ সকল শর্ত মোতাবেক আদায় করেছেন যে সকল ক্ষতিকারক দোষ ও গোপন ত্রুটি যেমন— গোপন পাপ; অহংকার, লোভ ও লোক দেখানো থেকে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সেসব কুফর-মুরতাদ হওয়া দ্বারা ধ্বংস করেনি এমনকি সে মুমিন অবস্থায় চলে গেছে তখন মহান আল্লাহও সে নেকীকে বরবাদ করবেন না। বরং তার থেকে সে ভালো কাজ কবুল করবেন এবং তাকে তার প্রতিদান দেবেন। কুফর ও শিরক ব্যতীত যত রকম পাপ রয়েছে যার ওপর সে তাওবা ব্যতীত ঈমানের অবস্থায় মরে গেছে তখন সে আল্লাহর ইচ্ছায় ওপর নির্ভর করবে। চাই তাঁর ইনসাফ মতে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, আর চাই দয়া করে সুপারিশের কারণে ক্ষমা করে দেবেন এবং সে একেবারে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।<sup>১</sup>

<sup>১</sup> আবু হানিফা, *আল-ফিকহুল আকবর*, পৃ. ১২৫-১২৭



এখানে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আকীদা-বিশ্বাস অবগত হওয়ার পর এখন আর কোন প্রকারের প্রশ্নের অবকাশ নেই। তিনি নিজে স্পষ্ট ভাষা দ্বারা আহলে সুন্নাতের বিষয়কে পরিস্পৃতি করে দিয়েছেন এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন আমাদের আকীদা বাতিল দলসমূহ তথা খারিজী, মু'তাজিলা ও মুরজিয়ার আকীদা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা বলি না যে, কেউ কবীরা গোনাহের কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বা কাফির এবং তাকে পাপের ক্ষতি থেকে নিরাপদও বলি না। বরং কোন পাপী ঈমান অবস্থায় ইন্তেকাল করলে তাকে কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলা যাবে না।

আমাদের দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে মুরজিয়া বলার এটা বের হয়ে আসে যে, তিনি তাদের এত প্রবল বিরোধিতা করেছেন, যা আর কেউ করেনি। তিনি আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা দিয়ে তাদের মূলে আঘাত করেছেন, যার কারণে তাঁকে ও তাঁর দলকে মুরজিয়ার কাতারে शामिल করে দিয়েছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বাসারার এক আলিম হযরত উসমান আল-বত্তীকে নিজের মুরজিয়া অপবাদ দেওয়ার কথা তুলে ধরে বলেন,

فَمَا ذَنْبُ قَوْمٍ تَكَلَّمُوا بِعَدْلِ، وَسَيَّأَهُمْ أَهْلُ الْبِدْعِ بِهَذَا الْإِسْمِ؟ وَلَكِنَّهُمْ أَهْلُ الْعَدْلِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا هَذَا اسْمٌ سَيَّأَهُمْ بِهِ أَهْلُ شَتَانٍ.

‘সত্য কথার বাহকের দোষ হল বেদআতীরা তাকে মুরজিয়া নামে উপাধি দেয়? অথচ তারা সত্যপ্রিয় সুন্নাতের অনুসারী। তাদেরকে সে নামে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা বলে থাকে।’<sup>১</sup>

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সে কথার সমর্থনে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম আশ-শাহরাস্তানী (ওফাত: ৫৪৮ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল* (১/১৪১)-এ লিখেছেন,

لِعُمَرَى! كَانَ يُقَالُ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ مُرْجِيَّةُ السُّنَّةِ. وَعَدَّهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْمَقَالَاتِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُرْجِيَّةِ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَقُولُ: الْإِيمَانُ هُوَ التَّصَدِيقُ بِالْقَلْبِ، وَهُوَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، ظَنُّوا أَنَّهُ يُؤَخِّرُ الْعَمَلَ عَنِ الْإِيمَانِ. وَالرَّجُلُ مَعَ تَخَرُّجِهِ فِي الْعَمَلِ كَيْفَ يُفْتَى بِتَرْكِ الْعَمَلِ؟ وَلَهُ سَبَبٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّهُ

<sup>১</sup> আবু হানিফা, *আর-রিসালা ইলা উসমান আল-বত্তী*, পৃ. ৬৩২

كَانَ يُخَالِفُ الْقَدْرِيَّةَ، وَالْمُعْتَزِلَةَ الَّذِينَ ظَهَرُوا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ. وَالْمُعْتَزِلَةَ كَانُوا يُلْقَبُونَ كُلٌّ مِنْ خَالَفَهُمْ فِي الْقَدْرِ مُرْجئًا، وَكَذَلِكَ الْوَعِيدِيَّةُ مِنَ الْخَوَارِجِ. فَلَا يُعْبَدُ أَنَّ اللَّقَبَ إِنَّمَا لَزِمَهُ مِنْ فَرِيقِي وَالْمُعْتَزِلَةَ وَالْخَوَارِجِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

‘আমার জীবন দানকারীর কসম! ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর দলকে মুরজিয়া আখ্যায়িত করা হয় এবং অনেকে মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তার কারণ হল, তিনি বলতে থাকেন, ঈমান অন্তরের বিশ্বাসের নাম। আর এটা হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তার ওপর অপবাদকারীরা মনে করে যে, তিনি আমলকে বেকার মনে করেন। অথচ এরকম ব্যক্তি যে শরীয়তে পাবন্দ, আমল ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে পারেন? তাঁকে মুরজিয়া বলার আরেটি কারণ যেহেতু তিনি প্রথম যুগে প্রকাশিত ফেতনায় কদরিয়া ও মু'তামিলার বিরোধিতা করেছেন এবং মু'তামিলারা তাদের বিরোধীদেরকে মুরজিয়া আখ্যায়িত করতো। একই নিয়ম ছিল খারিজীদের। এ অবস্থায় এটা অসম্ভব নয় যে, তাকে মুরজিয়া বলাটা খারিজী ও কদরিয়ার পক্ষ থেকে বহিঃপ্রকাশ হিসাবে হয়েছে।’<sup>১</sup>

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিশ্বাস সম্পূর্ণ মুরজিয়ার বিপরীত ছিল। তাঁর আসল বিশ্বাস ছিল, আমল ঈমানের অংশ না হলেও তা কিন্তু ঈমানের পরিপূরক। তা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মতের দুর্ভাগ্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঝড়ে পড়ে বহু ইমাম নিজ কিতাবে তাঁকে মুরজিয়া আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ব্যতীত আরও কিছু প্রখ্যাত তাবয়ীগণ ও তাবে তাবয়ীগণকে এসব ফিতনার কারণে মুরজিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার কিছু নাম নিম্নে তুল ধরা হল:

১. হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালের (রহ.),
২. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.),
৩. হযরত আমর ইবনে মুররা (রহ.),
৪. হযরত মুহারিব ইবনে দিসার (রহ.),
৫. হযরত মুকাতিল ইবনে সুলাইমান (রহ.),
৬. হযরত হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.),
৭. হযরত কদীদ ইবনে জা'ফর (রহ.) প্রমুখ।

<sup>১</sup> আশ-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, খ. ১, পৃ. ১৪১

এসব ইমামের প্রত্যেককে শুধু খারিজীদের বিপরীতে পাপীদেরকে মুমিন বলার কারণেও মু'তামিলাদের মতে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নাম হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। এ কারণে তাঁদেরকে মুরজিয়া বলা হয়েছে। অথচ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও এসব ইমাম মুরজিয়া অপবাদ থেকে পবিত্র ছিলেন না। বরং তাঁরা তাকওয়া, পবিত্রতা, আনুগত্য ও শরীয়তের বিধান পালনে কঠোর ছিলেন।

আল্লামা সাইয়েদ মুরতুযা আয-যুবাইদী (ওফাত: ১২০৫ হি.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মুরজিয়া থেকে পবিত্র হওয়ার অপবাদ থেকে দূরে থাকার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

وَأَمَّا نِسْبَةُ الْإِرْجَاءِ إِلَيْهِ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ أَصْحَابَ الْإِمَامِ كُلَّهُمْ عَلَى خِلَافٍ رَأْيٍ أَصْحَابِ الْإِرْجَاءِ. فَلَوْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ مُرْجِئًا لَكَانَ أَصْحَابُهُ عَلَى رَأْيِهِ وَهُمْ الْآنَ مَوْجُودُونَ عَلَى خِلَافٍ ذَلِكَ، وَإِذَا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَمْرٍ وَخَالَفَهُمْ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْمِهِ، وَلَمْ يُصَدِّقْ فِي دَعْوَاهُ، حَتَّىٰ إِنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خَلْفَ الْمُرْجِئَةِ لَا تَجُوزُ. وَمَنْ أَجْمَعَ الْأُمَّةَ عَلَى أَنَّهُ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْمَجْمُوعِ عَلَيْهِمْ لَا يَتَذَخَّرُ فِيهِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ.

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দিকে মুরজিয়ার অপবাদ বিশুদ্ধ নয়। কেননা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সকল আসহাব মুরজিয়া মতবাদের বিরোধী। তাই যদি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মুরজিয়া হতেন, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর মতের ওপর থাকতেন না। অথচ এখন পর্যন্ত তাঁরা মুরজিয়াদের বিরোধী। যখন সকল মানুষ কোন একটি কথার ওপর একমত পোষণ করে এবং দুয়েক জন তার বিরোধিতা করে তখন তাদের কথার দিকে কণ্ঠপাত করা হয় না এবং তাদের দাবিকে বিশ্বাসও করা যায় না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মুরজিয়ার পেছনে নামাযও বৈধ নয়। উম্মতের ঐকমত্য হল, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সেই ৪ ব্যক্তির একজন, যাঁদের ওপর সকলে একমত। তাঁর তিরোধানের পরে সেই ব্যক্তির কথা শোনা হবে না যাকে কিছু মুহাদ্দিসগণই চিনেন।’<sup>১</sup>

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সবচেয়ে বেশি হিংসার শিকার হওয়ার কারণ হল, তিনি মুরজিয়া ও কদরিয়াদের সাথে তর্কের সময় আল্লাহপ্রদত্ত

<sup>১</sup> মুরতুযা আয-যুবাইদী, উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা ফী আদিয়াতি মাযহাবিল ইমাম আবী হানীফা মিন্মা ওয়াফাকা ফিহিল আইয়িম্বাতিস সিভা আও আহাদিহিম, খ. ১, পৃ. ১৫

যোগ্যতা দিয়ে তাদের দলীলসমূহ শুদ্ধ করেননি। বরং তাদের নিশ্চূপ করে দিয়েছেন। তাই তাঁরা তাঁকে মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ দিয়েছে।

ইমাম হিবাতুল্লাহ আল-লালাকায়ী (ওফাত: ৪১৮ হি.) এ রকম একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে,

مَرَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِسَكْرَانَ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ! يَا مُرْجِي! فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ:

صَدَقْتُ، الذَّنْبُ مِنِّي، جِئْتُ سَمِيْعَكَ مُؤْمِنًا مُسْتَكْمِلَ الْإِيْمَانِ.

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একজন মাতাল ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন সে তাকে বললো, হে আবু হানিফা! হে মুরজিয়া! ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাকে বললেন, তুমি সত্য বলছ, দোষতো আমার, আমি তোমাকে মুমিন বলেছি।’<sup>১</sup>

একথায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) খুব সুন্দরভাবে নিজের মুরজিয়া হওয়ার অপবাদকে রদ করার সাথে সাথে তাকে ঈমানের হাকীকতের ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন।

### আমল ঈমানের অংশ নয়

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মুখের স্বীকৃতি, অন্তরে বিশ্বাস’ করাকে ঈমান বলেন। বাস্তবে তা তার চিন্তার ফসল ছিল। আমলকে ঈমান বলার বোঝা থেকে আমলকে পরিপূরক বলে উন্মত্তের জন্য সহজ করে দিলেন। অথচ অঙ্কুরা তার কারণে মুরজিয়া বলা আরম্ভ করেছে। অথচ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বর্ণিত সংজ্ঞা বাস্তবে মানব ফিতরাতের অনুরূপ হয়েছে। কেননা আমরা যদি আমলকে ঈমানের অংশ বানাই তখন এরকম ব্যক্তি যে কালেমায়ে তায়্যিবা ব্যতীত অন্য কোন আমল করেনি সে মুমিন থাকতে পারে না। আর যদি আমলকে ঈমানের পরিপূরক বলা হয় তখন সে ঈমান আনার পর পরিপূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ঈমানের সংজ্ঞায় সেই প্রজ্ঞাকে সামনে রেখেছেন যার বহিঃপ্রকাশ মহানবী (সা.) থেকে হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল (রাযি.)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় হয়েছে,

«إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ

<sup>১</sup> আল-লালাকায়ী, শরহ্ উসূলি ই’তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ মিনাল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ ওয়া ইজমায়িস সাহাবা, খ. ২, পৃ. ৪৬৯

فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَرْدٌ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

‘অতিসত্ত্বর তুমি আহলে কিতাবের নিকট যাবে, যখন তুমি সেখানে পৌছবে, তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে কালেমায়ে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যের দিকে আহ্বান করবে। যদি তারা তোমাকে সাড়া দেয়, তখন তুমি তাদেরকে দিন-রাতে ৫ ওয়াক্ত নামাযের ঘোষণা করবে, যদি তারা তোমার সাড়া দেয় তখন তাদেরকে যাকাত ফরযের কথা বলবে, যা তাদের ধনী থেকে সংগ্রহ করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।’<sup>১</sup>

উল্লিখিত হাদীস মহানবী (সা.) হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল (রাযি.)-কে ইয়ামনে বিদ্যমান আহলে কিতাবের অন্তরে ইসলামকে পাকাপোক্ত করার জন্য ধর্মপ্রচারের পদ্ধতিকে বিন্যাস করেছেন। যাতে কোন বাধা ব্যতীত তাদের নিকট ধর্মপ্রচার হয়ে যায় এবং তারা ক্রমান্বয়ে তা কবুল করে নেন। যদি বাস্তবে ঈমান ও আমর এক হত তখন মহানবী (সা.) তাওহীদ ও রিসালতের সাথে সাথে নামায ও যাকাতের হুকুমও দিতেন। অথচ তিনি এরকম করেননি। সে কারণে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সে সুন্নাতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঈমানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করলেন এবং আমলকে ঈমানের পরিপূরক বললেন। তাই সুন্নাতের অনুসরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলশ্রুতিতে মুরজিয়া সাব্যস্ত করা তাদের ধর্মীয় ইখলাস ও আমনাতদারীর প্রতি অবজ্ঞা নয়; বরং তা সুন্নাতে রাসূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত মতেরও অবজ্ঞা করার নামান্তর। মুরজিয়া তো তাদের ভুল বিশ্বাসের কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তারা আমল তো মানেও না, তাদের মধ্যে থেকে একদল তো শুধু মুখে বিশ্বাস করাকেই পরিপূর্ণ ঈমান বলে। অথচ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ রকম বাতিল বিশ্বাস রাখতেন না। বরং তাঁর বিশ্বাসে এক ধরনের দৃঢ়তা ও ন্যায্যপরায়ণতা ছিল, যা শুধু আল্লাহর চাহিদা ও সুন্নাতে রাসূল মোতাবেক ছিল।

॥৬॥

**ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওপর কুরআনকে সৃষ্টি বলার অপবাদ**

ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) সম্পর্কে একটি মত

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৫৮০, হাদীস: ৪০৯০ ও খ. ৬, পৃ. ২৬৮৫, হাদীস: ৬৯৩৭;

(খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ২৩৩; (গ) আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, খ. ৫, পৃ.

৫৫, হাদীস: ২৫২২; (ঘ) ইবনে খুযাইমা, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২৩, হাদীস: ২২৭৫

ব্যক্ত করেছেন, যা ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন,

كَانَ ثِقَّةً جَلِيلَ الْقَدْرِ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ، وَكَانَ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، فَأَنكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ خُرَاسَانَ، فَهَرَبَ وَمَاتَ، وَهُوَ مُسْتَخْفٍ.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) বিশ্বস্ত, প্রখ্যাত ও হাদীসের আলিম ছিলেন। তিনি কুরআনকে সৃষ্টি বলতেন, যার ওপর খুরাসানের আলিমগণ বিরোধিতা করেছেন। তখন তিনি সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন এবং আত্মগোপন থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।’<sup>১</sup>

একথা ইমাম বুখারী (রহ.) অস্বীকার করেছেন, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নসর আল-মরুযী (রহ.) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ قَالَ عَنِّي إِنِّي قُلْتُ: لَفُظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَذَبَ.

‘যে বলে, আমি বলেছি, কুরআনের ভাষা সৃষ্টি, তখন সে মিথ্যা বলেছেন।’<sup>২</sup>

অতএব যেভাবে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওপর ‘কুরআন সৃষ্টি’ হওয়ার ভিত্তিহীন অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও হাদীস বর্ণনায় ও তার সত্যতা প্রভাব পড়ে না। একইভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়া বলার ভিত্তিহীন অপবাদের কারণে তাঁর বিশ্বস্ততায় কোন প্রভাব পড়বে না।

১১৭ ॥

হাসীসগ্রন্থ সিহাহ সিন্তায়ও মুরজিয়া থেকে বর্ণনা করা হয়েছে

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ ভিত্তিহীন, যা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে কলুষিত করার জন্য গোড়া বিদআতী দল থেকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে অপবাদের কারণে তার জ্ঞানের গভীরতায় ও হাদীসের নির্ভরতায় কোন ধরনের প্রভাব পড়ে না। কেননা অপবাদ এমন ভিত্তিহীন যে রকম ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বেলায় কুরআন সৃষ্টি অপবাদ ভিত্তিহীন ছিল।

<sup>১</sup> আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৯, পৃ. ৪৬

<sup>২</sup> আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৯, পৃ. ৪৬

যে কয়েকজন হাদীসের রাবীদের ওপর মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-সহ অন্যান্য সিহাহ সিত্তার ইমামগণ তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন। যার কিছু নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

১. ইমাম আবদুল আযীয ইবনে আবী রওয়াদ (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়া অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস বর্ণনা

ইমাম আবদুল আযীয ইবনে আবী রওয়াদ (ওফাত: ১৫৯ হি.)-কে হাদীসের ইমামগণ মুরজিয়া বলেছেন।

১. ইমাম ইবরাহীম ইবনে ইসহাক আল-জুযাজানী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

كَانَ عَابِدًا غَالِيًا فِي الْإِرْجَاءِ.

‘তিনি আবিদ ছিলেন এবং সম্ভবত মুরজিয়া ছিলেন।’<sup>১</sup>

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

كَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَكَانَ مُرْجَأًا.

‘ইমাম আবদুল আযীয (রহ.) নেককার ব্যক্তি ও মুরজিয়া ছিলেন।’<sup>২</sup>

৩. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সলীম আত-তায়ফী (রহ.) থেকে ইমাম আবদুল আযীয (রহ.) মুরজিয়া হওয়া সম্পর্কে বলেন,

كَانَ يَرَى الْإِرْجَاءَ.

‘সে মুরজিয়া আকীদায় বিশ্বাসী।’<sup>৩</sup>

এসব সত্ত্বেও ইমাম আবদুল আযীয ইবনে আবী রওয়াদ (রহ.) থেকে ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা—

১. ইমাম বুখারী (রহ.), আস-সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু আলামাতিন নুবুওয়াতি ফিল ইসলাম, হাদীস: ৩৩৯০,

<sup>১</sup> আল-জুযাজানী, *আহওয়ালুর রিজাল*, খ. ১, পৃ. ৪১৫, ক্র. ২৬৮

<sup>২</sup> আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৬, পৃ. ৩০২

<sup>৩</sup> (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৬, পৃ. ২২, ক্র. ১৫৬১; (খ) আল-বুখারী, *আয-যু'আফাউস সগীর*, খ. ১, পৃ. ৭৪

২. ইমাম তিরমিযী (রহ.), *আস-সুনান*, কিতাবুস সালাত, বাবু মা জাআ ফিস সিদকি ওয়াল কিযব, হাদীস: ১৯৭২,
৩. ইমাম আবু দাউদ (রহ.), *আস-সুনান*, কিতাবুস সালাত, বাবু ইত্তিখাযিল মিস্বার, হাদীস: ১০৮১,
৪. ইমাম নাসায়ী (রহ.), *আস-সুনান*, কিতাবুয যীনা, বাবু ইসবালিল ইযার, হাদীস: ৫৩৩৪,
৫. ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.), *আস-সুনান*, কিতাবুল আযান, বাবুস সুন্নাতি ফিল আযান, হাদীস: ৭১২।

## ২. ইমাম ইবরাহীম ইবনে তাহমান (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়ার অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা

ইমাম ইবরাহীম ইবনে তাহমান (ওফাত: ১৬৮ হি.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন,

حَدَّثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَالِمٍ خُرَّاسَانَ.

‘খুরাসানের আলিম ইবরাহীম ইবনে তাহমান (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।’<sup>১</sup>

ইমাম ইবরাহীম তাহমান (রহ.)-এর ওপর ইমামগণ মুরজিয়ার অপবাদ দিয়েছেন। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) *সিয়ারু আ’লামিন নুবালায়* তাঁর জীবনীতে লিখেন, কিছু ইমামগণ থেকে তিনি মুরজিয়া হওয়ার কথা বলেছেন।

১. ইমাম সালেহ মুহাম্মদ জাযারাহ (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, ‘বিশ্বস্ত, তাঁর হাদীস হাসান, ঈমানে মুরজিয়ার দিকে ঝুকছিল।’
২. ইমাম আবু সালাত আবদুল সালাম ইবনুল হারাবী (রহ.) ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.)-কে ইমাম ইবরাহীম তাহমান (রহ.) সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, ‘তিনি মুরজিয়া ছিলেন।’
৩. ইমাম আবু হাতিম (রহ.) বলেন, খুরাসানে দুটি শায়খ মুরজিয়া ছিলেন এবং উভয়ই বিশ্বস্ত ছিলেন। তারা হলেন:

<sup>১</sup> (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৩; (খ) আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১০, পৃ. ৪০১



১. ইমাম আবু হামযা আস-সুকারী (রহ.) ও
২. ইমাম ইবরাহীম ইবনে তাহমান (রহ.) ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

كَانَ مُرْجَأًا، شَدِيدًا عَلَى الْجَهْمِيَّةِ.

‘তিনি মুরজিয়া ছিলেন এবং জাহমিয়ার ব্যাপারে কঠিন ছিলেন।’<sup>১</sup>

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ইমাম ইবরাহীম ইবনে তাহমানের ওপর মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সিহাহ সিন্তার নিম্নোক্ত বর্ণনা দেখুন:

১. ইমাম বুখারী (রহ.), আস-সহীহ, কিতাবুল জুমুআ, বাবুল জুমুআ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, হাদীস: ৮৫২,
  ২. ইমাম মুসলিম (রহ.), আস-সহীহ, কিতাবুল ফাযায়িল, বাবু ফযলি নাসাবিন নাবীযি ওয়া তাসলীমিল হাজার আলায়হি কাবলান নুবুওয়াত, হাদীস: ২২৭৭,
  ৩. ইমাম তিরমিযী (রহ.), আস-সুনান, কিতাবুল ঈমান, বাবু মা জাআ ফী আলামাতিল মুনাফিক, হাদীস: ২৬৩৩,
  ৪. ইমাম আবু দাউদ (রহ.), আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, বাবু ফী লায়লাতিল কদর, হাদীস: ১৩৭৯,
  ৫. ইমাম নাসায়ী (রহ.), আস-সুনান, কিতাবু সালাতিল ঈদাইন, বাবুর রুখসাত ফিল ইসতিমা’ ইলাল গিনা ওয়া যারবিদ দাফ ইয়াওমাল ঈদ, হাদীস: ১৫৯৭,
  ৬. ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.), আস-সুনান, কিতাবুল সালাত, বাবু মা জাআ ফী সালাতিল মারীয, হাদীস: ১২২৩ ।
৩. ইমাম আইয়ুব ইবনে আয়িয (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়ার অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস বর্ণনা

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর কিতাবে ইমাম আইয়ুব ইবনে আয়িয (রহ.)-এর জীবনীতে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

<sup>১</sup> আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৭, পৃ. ৩৮০-৩৮১

‘সে মুরজিয়া আকীদায় বিশ্বাসী।’<sup>১</sup>

ইমাম আইয়ুব ইবনে আয়িয (রহ.)-এর বিশ্বাস মুরজিয়া হওয়া সত্ত্বেও ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.) ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) প্রমুখ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ দেখুন:

১. ইমাম বুখারী (রহ.), *আস-সহীহ*, কিতাবুল মাগাযী, বাবু বা‘সি আবী মুসা ওয়া মু‘আয ইলাল ইয়ামান কাবলা হাজ্জাতিল ওয়াদা’, হাদীস: ৪০৮৯,
২. ইমাম মুসলিম (রহ.), *আস-সহীহ*, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, বাবু সালাতিল মুসাফিরীনা ওয়া কাসরিহা, হাদীস: ৬৮৭,
৩. ইমাম তিরমিযী (রহ.), *আস-সুনান*, কিতাবুল জুমুআ, বাবু মা যুকিরু ফী ফযলিস সালাত, হাদীস: ৬১৪,
৪. ইমাম নাসায়ী (রহ.), *আস-সুনান*, কিতাবু তাকসীরুস সালাত ফিস সফর, বাবু তাকসীরুস সালাত ফিস সফর, হাদীস: ১৪৪১।

#### ৪. ইমাম উসমান ইবনে গিয়াস (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়ার অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তার হাদীস বর্ণনা

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজালে* ইমাম উসমান ইবনে গিয়াস আর-রাসিবী আয-যাহরানী আল-বাসারী (রহ.)-এর জীবনীতে তাঁর সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন,

مُرْجِيَةُ الْبَصَرَةِ: عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ.

‘বাসারার মুরজিয়া হলেন, আবু উমাইয়া আবদুল করীম, উসমান ইবনে গিয়াস ও কাসিম ইবনুল ফযল।’<sup>২</sup>

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ১, পৃ. ৪২০; (খ) আল-বুখারী, *আয-যু‘আফাউস সগীর*, খ. ১, পৃ. ১৮

<sup>২</sup> আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল*, খ. ১৯, পৃ. ৪৭৩

‘তিনি বিশ্বস্ত ও মুরজিয়া ছিলেন।’<sup>১</sup>

ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) প্রমুখ তাঁর ওপর নির্ভর করে নিজেদের কিতাবে তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। নিম্নোক্ত নমুনা দেখুন:

১. ইমাম বুখারী (রহ.), *আস-সহীহ*, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিব ওমর ইবনিল খাত্তাব, হাদীস: ৩৪৯০,
২. ইমাম মুসলিম (রহ.), *আস-সহীহ*, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, বাবু মিন ফাযায়িলি উসমান ইবনি আফ্ফান, হাদীস: ২৪০৩,
৩. ইমাম আবু দাউদ (রহ.), *আস-সুনান*, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফিল কদর, হাদীস: ৪৬৯৬,
৪. ইমাম নাসায়ী (রহ.), *আস-সুনান*, কিতাবুল ইফতিতাহ, বাবু তরকিল জাহর বি-বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, হাদীস: ৯০৮।

৫. ইমাম ওমর ইবনে যর আল-হামদানী (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়ার অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস বর্ণনা

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল* ও ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) *তাহযীবুত তাহযীব*ে ইমাম ওমর ইবনে যর আল-হামদানী (রহ.) সম্পর্কে ইমামদের নিম্নোক্ত মতামত বর্ণনা করেছেন:

১. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন,

كَانَ رَأْسًا فِي الْإِزْجَاءِ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ.

‘ওমর ইবনে যর বড় ধরনের মুরজিয়া ছিলেন এবং তিনি অন্ধ হয়ে যান।’<sup>২</sup>

২. ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) বর্ণনা করেন,

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ رَأْسًا فِي الْإِزْجَاءِ.

<sup>১</sup> আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৯, পৃ. ৪৭৩

<sup>২</sup> (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২১, পৃ. ৩৩৬; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৭, পৃ. ৩৯০

‘ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কান্তান থেকে যা বর্ণিত তাতে বোয়ায় যে, ওমর ইবনে যর বড় ধরণের মুরজিয়া ছিলেন।’<sup>১</sup>

৩. ইমাম ইবনে সাঈদ (রহ.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আসদী (রহ.) বর্ণনা করেন,

تَوَفِّيَ سَنَةَ ٢٦٤ وَكَانَ مُرْجِيًّا، فَبَاتَ، فَلَمْ يُشْهَدْهُ الثَّوْرِيُّ.

‘ইমাম ওমর ইবনে যর (রহ.) ১৫৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তিনি মুরজিয়া ছিলেন। তাই ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী (রহ.) তাঁর জানাযায় শরীক ছিলেন না।’<sup>২</sup>

৪. ইমাম আবু আসিম (রহ.) বলেন,

أَبُو ذَرٍّ كُوْفِيٌّ، ثِقَّةٌ، مُرْجِيٌّ.

‘আবু যর (ওমর ইবনে যর) কূফী, বিশ্বস্ত ও মুরজিয়া ছিলেন।’<sup>৩</sup>

ইমাম ওমর ইবনে যর আল-হামদানী (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়ার অপবাদ লাগানো সত্ত্বেও ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) প্রমুখ নিজ নিজ কিতাবে তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ দেখুন:

১. ইমাম বুখারী (রহ.), আস-সহীহ, কিতাবু বদয়িল খালক, বাবু যিকরিল মালায়িকা, হাদীস: ৩০৪৬,
২. ইমাম তিরমিযী (রহ.), আস-সুনান, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, বাবু ওয়া মিন সূরাতি মারয়াম, হাদীস: ৩১৫৮,
৩. ইমাম আবু দাউদ (রহ.), আস-সুনান, কিতাবুল বুযু’, বাবু ফিত তাশদীদ ফী যালিকা, হাদীস: ৩৩৯৭,
৪. ইমাম নাসায়ী (রহ.), আস-সুনান, কিতাবুল ইফতিতাহ, বাবু সুজুদিল কুরআন আস-সুজুদ ফী সুয়াদ, হাদীস: ৯৫৭।

৬. ইমাম আবু মুআবিয়া মুহাম্মদ ইবনে হাযম (রহ.)-এর ওপর মুরজিয়ার অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস বর্ণনা

ইমামগণ আবু মুআবিয়া মুহাম্মদ ইবনে হাযিম (ওফাত: ১৯৫ হি.)-এর ওপর মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ দিয়েছেন। ইমাম

<sup>১</sup> আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৭, পৃ. ৩৯০

<sup>২</sup> আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৭, পৃ. ৩৯০

<sup>৩</sup> আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৭, পৃ. ৩৯০

ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) তাঁর জীবনীতে বিভিন্ন ইমামগণের পর্যালোচনা করে বলেন,

قَالَ الْأَجْرِيُّ: عَنْ أَبِي دَاوُدَ كَانَ مُرَجِّئًا، وَقَالَ مَرَّةً: كَانَ رَئِيسَ الْمُرَجَّةِ بِالْكُوفَةِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ثِقَّةٌ. وَقَالَ بْنُ خَرَّاشٍ: صَدُوقٌ، وَهُوَ فِي الْأَعْمَاشِ ثِقَّةٌ، وَفِي غَيْرِهِ فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَذَكَرَهُ بْنُ حَبَّانَ فِي الثَّقَاتِ، وَقَالَ: كَانَ حَافِظًا، مُتَّقِنًا، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُرَجِّئًا خَبِيثًا. وَقَالَ بْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَّةً، كَثِيرُ الْحَدِيثِ، يُدَلِّسُ وَكَانَ مُرَجِّئًا. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كَانَ يَرَى الْإِرْجَاءَ. قِيلَ لَهُ: كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ، قَالَ: نَعَمْ.

‘ইমাম আবু বকর আল-আজুরী (রহ.) ইমাম আবু দাউদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ‘ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাযিম (রহ.) ছিলেন মুরজিয়া। এক সময় বলেন, তিনি কুফায় মুরজিয়াদের নেতা ছিলেন।’ ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁকে বিশ্বস্ত হিসেবে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন, ‘তিনি পাকাপোক্ত হাদীসের হাফিয ছিলেন। কিন্তু অসভ্য মুরজিয়া ছিলেন।’ ইমাম ইবনে সা’দ (রহ.) বলেন, ‘তিনি বিশ্বস্ত ও অধিক হাদীসের বর্ণনাকারী ছিলেন। হাদীসের তাদলীস (বর্ণনাকারীর নাম বাদ দেওয়া) করতেন এবং মুরজিয়া ছিলেন।’ ইমাম আবু যুরআ আদ-দিমাশকী (রহ.) বলেন, ‘তিনি মুরজিয়া আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁকে থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তিনি কি মানুষকে মুরজিয়া হওয়ার দিকে ডাকেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।’<sup>১</sup>

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম আবু মুআবিয়া আয-যরীর (রহ.) সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ وَكِيعًا لَمْ يَحْضُرْ جَنَازَتَهُ لِلْإِرْجَاءِ.

‘নিশ্চয়ই ইমাম ওয়াকী’ ইবনুল জাররা (রহ.); তিনি মুরজিয়া হওয়ার কারণে তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেননি।’<sup>২</sup>

ইমাম আবু মুআবিয়া মুহাম্মদ ইবনে হাযিম (রহ.) থেকে ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.),

<sup>১</sup> আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ৭, পৃ. ১২১

<sup>২</sup> আয-যাহাবী, মীযানুল ই’তিদাল ফী নকদির রিজাল, খ. ৭, পৃ. ৪২৯

ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ তার প্রমাণ:

১. ইমাম বুখারী (রহ.), *আস-সহীহ*, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাত ফী মাসজিদিস সাওক, হাদীস: ৪৬৫,
২. ইমাম মুসলিম (রহ.), *আস-সহীহ*, কিতাবুল ঈমান, বাবুদ দলীল আলা আন্না মান মাতা আলাত তাওহীদ দাখাল জান্নাতা কাত্‌আন, হাদীস: ২৭,
৩. ইমাম তিরমিযী (রহ.), *আস-সুনান*, কিতাবুস সালাত, বাবু মা জাআ ফী আন্না ইমামা যামিনুন ওয়াল মুওয়াযযিনু মু'তামানুন, হাদীস: ২০৭,
৪. ইমাম আবু দাউদ (রহ.), *আস-সুনান*, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফিন নাহয়ি আন সাবিব আসহাবি রাসূলুল্লাহি (সা.), হাদীস: ৪৬৫৮,
৫. ইমাম নাসায়ী (রহ.), *আস-সুনান*, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল হাস্সু আলান নিকাহ, হাদীস: ৩২১০,
৬. ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.), *আস-সুনান*, কিতাবুল জিহাদ, বাবুল নিয়াত ফিল কিতাল, হাদীস: ২৭৮৩।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.), ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.), ইমাম আবু যুরআ (রহ.) ও ইমাম ওয়াকী' (রহ.)-এর ভাষায় ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাযিম (রহ.) মুরজিয়া হওয়া প্রমাণিত। মুরজিয়া হওয়া সত্ত্বেও সিহাহ সিভায় বর্ণিত তাঁর বর্ণনা দেখুন:

১. *সহীহ আল-বুখারী*তে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাযেম (রহ.) থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা: ৫০,
২. *সহীহ মুসলিম*ে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাযিম (রহ.)-এর বর্ণনার সংখ্যা: ২৫০,
৩. *সুনানে তিরমিযী*তে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাযিম (রহ.)-এর বর্ণনার সংখ্যা: ১২০,
৪. *সুনানে আবু দাউদ*ে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাযিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা: ৮৫,
৫. *সুনানে নাসায়ী*তে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাযিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা: ৬৫,

৬. সুনানে ইবনে মাজাহে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাযিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা: ১৫০।

একজন মুরজিয়া ইমাম থেকে সিহাহ সিন্তায় পুরো বর্ণনা সংখ্যা ৭২০। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, বাকী হাদীসের ইমামগণ যাদের ব্যাপারে মুরজিয়া হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তাঁদের থেকে কত হাদীস সিহাহ সিন্তায় বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লিখিত ইমামগণের অবস্থা এজন্য তুলে ধরা হল, যাতে এ চিন্তার অবসান ঘটে যে, যে মুহাদ্দিসের ওপর মুরজিয়া হওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে তিনি হাদীসে দুর্বল নন। তাই তো তাঁদের থেকে সিহাহ সিন্তার ইমামগণ হাজারো হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করেছেন। যদি এসব মুহাদ্দিস দুর্বল হতো বা মুরজিয়া হওয়ার অভিযোগ হত তাহলে মুহাদ্দিসগণ তাঁদের থেকে বর্ণনা নিতেন না। তাঁদের ব্যতীত আরো অনেক রাবী রয়েছেন যাদের ব্যাপারে কিছু ইমাম খারিজী ও মু'তাজিলার মতো বাতিল দলের সহযোগী হয়ে মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.) ও অন্যান্য সিহাহ সিন্তার ইমামগণ তাঁদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

**বুখারীতে আরও ১১ জন মুরজিয়া রাবী (বর্ণনাকারী)-এর তালিকা**

হাদীসশাস্ত্রের সমালোচক ইমামগণ ও রাবীদের কিতাব বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে সহীহ আল-বুখারীতে ১১জন রাবীর ব্যাপারে মুরজিয়া হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন যতাক্রমে:

১. ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ ইবনে শরীক আত-তায়মী (ওফাত: ৯৩ হি.)<sup>১</sup>,
২. আমর ইবনে মুররা (ওফাত: ১১৮ হি.)<sup>২</sup>,
৩. কায়স ইবনে মুসলিম আল-জাদালী (ওফাত: ১২০ হি.)<sup>৩</sup>,

<sup>১</sup> (ক) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ২, পৃ. ১৪৫; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ১, পৃ. ১৫৪

<sup>২</sup> (ক) আল-আজলী, মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যুআফা ওয়া যিকরু মাযাহিবহিম ওয়া আখবারহিম, খ. ২, পৃ. ১৫৪; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৮, পৃ. ৮৯; (গ) আস-সুয়ুতী, তাবাকাতুল হুফফায, খ. ১, পৃ. ১৫৪

<sup>৩</sup> (ক) আল-আজলী, মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যুআফা ওয়া যিকরু মাযাহিবহিম ওয়া আখবারহিম, খ. ২, পৃ. ২২২; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৮, পৃ. ৩৬১

৪. সালিম ইবনে আজলান আল-আফতাস (ওফাত: ১৩২ হি.)<sup>১</sup>,
৫. শুআইব ইবনে ইসহাক আদ-দিমাশকী (ওফাত: ১৮৯ হি.)<sup>২</sup>,
৬. ইউনুস ইবনে বুকাইর (ওফাত: ১৯৯ হি.)<sup>৩</sup>,
৭. আবদুর হামীদ ইবনে আবদুর রহমান আল-হিস্মানী (ওফাত: ২০২ হি.)<sup>৪</sup>,
৮. শাবাবা ইবনে সওয়ার আল-মাদায়িনী আল-ফাযারী (ওফাত: ২০৬ হি.)<sup>৫</sup>,
৯. খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া (ওফাত: ২৩ হি.)<sup>৬</sup>,
১০. বিশর ইবনে মুহাম্মদ আল-সাখতিয়ানী (ওফাত: ২২৪)<sup>৭</sup> ও
১১. যর ইবনে আবদুল্লাহ আল-হামদানী<sup>৮</sup> প্রমুখ।

এসব বিবরণ দ্বারা বোঝা যায়, কোন মুহাদ্দিসের ওপর মুরজিয়ার অপবাদ দেওয়ার পরও ইমাম বুখারী (রহ.)-সহ অন্যান্য সিহাহ সিত্তার ইমামগণ তাঁদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে এমন রাবীও আছেন যাদের মুরজিয়া হওয়ার অভিযোগ স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.) আত-তারীখুল কবীর ও আয-যুআফাউস সগীরে উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। এ থেকে বোঝা গেল যে, বিশ্বস্ত সত্য বর্ণনাকারী মুরজিয়া হওয়া সত্ত্বেও ইমামগণ তাঁদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। যদি উল্লিখিত ১৭জন ইমামের বর্ণনা সিহাহ সিত্তাহ ২

<sup>১</sup> (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৪, পৃ. ১৮৬; (খ) আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল*, খ. ৩, পৃ. ১৬৭

<sup>২</sup> (ক) আয-যাহাবী, *আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তা*, খ. ১, পৃ. ৪৮৬; (খ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১, পৃ. ২৬৬

<sup>৩</sup> (ক) আল-উকায়লী, *আয-যু'আফাউল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৪৬১; (খ) আয-যাহাবী, *আল-মুগনী ফিয যুআফা*, খ. ২, পৃ. ৭৬৫

<sup>৪</sup> (ক) আল-আজলী, *মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যুআফা ওয়া যিকরু মাযাহিবহিম ওয়া আখবারহিম*, খ. ২, পৃ. ৭০; (খ) আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল*, খ. ৪, পৃ. ২৫২

<sup>৫</sup> (ক) আল-আজলী, *মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যুআফা ওয়া যিকরু মাযাহিবহিম ওয়া আখবারহিম*, খ. ২, পৃ. ৪৪৭; (খ) আয-যাহাবী, *যিকরু আসমাযি মান তাকাল্লামা ফিহি ওয়া হুয়া মুসাকুন*, পৃ. ৯৮

<sup>৬</sup> (ক) আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল*, খ. ৮, পৃ. ৩৬১; (খ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১, পৃ. ১৯৬

<sup>৭</sup> (ক) আল-আজলী, *মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যুআফা ওয়া যিকরু মাযাহিবহিম ওয়া আখবারহিম*, খ. ৮, পৃ. ১৪৪; (খ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১, পৃ. ১২৪

<sup>৮</sup> (ক) আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল*, খ. ৩, পৃ. ৫০; (খ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৩, পৃ. ১৮৯



হাজারও হয় তখন তো সিহাহ সিত্তার ১০ হাজার হাদীস থেকে ৮ হাজার বাকী থাকবে। যখন এসব ইমাম বর্ণিত হাদীসকে ইমাম বুখারী (রহ.) পছন্দ করেছেন এবং তা সহীহতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যিনি হাদীসশাস্ত্রের পণ্ডিত ও বিশেষ অবস্থানে সমীচীন ছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করা যুক্তিসংগত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেননি কেন? তার কারণ আমাদের দৃষ্টিতে সেটাই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মধ্যখানে কঠিন জ্ঞানগত মতানৈক্য ছিল, যার কারণে তিনি তাঁর থেকে বর্ণনা করেননি। যা কখনো তাঁর দুর্বলতা প্রমাণ করে না।

### কিছু সন্দেহের নিরসন

১. কিছু কিছু ব্যক্তির ধারণা হয় যে, কিছু রাবী যাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্যও ছিলেন, তাদের ওপর মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ দেওয়া হয়েছে। এমনকি ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই তার অভিযোগ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছেড়ে দিয়েছেন তার কারণ কী?

এর জবাব বলা যায়, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আমানাত, দিয়ানত, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর কোন ধরনের সন্দেহ নেই। কিন্তু পূর্বের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বাস্তব স্থান, মর্যাদা ও হাদীসের পারদর্শিতার ওপর বিরোধীরা এত বেশি প্রচার করেছেন এবং তাঁর মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ এত বেশি ছড়িয়ে দিয়েছেন যে, যা অন্য কারো জন্যে করা হয়নি। যার কারণে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতো মুহাদ্দিসগণের নেতা ও ইমাম পর্যন্ত বিভ্রান্তিতে পড়ে গিয়েছেন এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পরিপূর্ণ পরিচয় তিনি লাভ করতে পারেনি। কেননা যত শক্তি ও জোর দিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এসব বাতির ফিরকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তারা তা রদ করার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে লেগেছেন যার কারণে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মহান মর্যাদা কতিপয় হাদীসের ইমামদের নিকট উহ্য ছিল এবং তারা বাহ্যিক অবস্থাকেই বাস্তব মেনে নিয়েছেন।

২. আরেকটি প্রশ্ন জাগে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্যান্য ইমামগণও কি তার থেকে বর্ণনা করেছেন?

উল্লেখ থাকে যে, অনেক হাদীসের ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.), ইমাম ইবনে খুযাইমা (রহ.)-এর মতো প্রখ্যাত মুহাদ্দিস । ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তারে আলোচনা ও বর্ণনা করা হবে ।

## গ্রন্থপঞ্জি

॥আ ॥

১. আল-কুরআন আল-করীম

২. আল-আজলী : আবুল হাসান, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-আজলী আল-কুফী (১৮১-২৬১ হি. = ৭৯৭-৮৭৫ খ্রি.), *মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যুআফা ওয়া যিকরু মাযাহিবহিম ওয়া আখবারহিম*, মাকতাবাতুদ দার, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব (১৪০৫ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৩. আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), *তাহযীবুত তাহযীব*, দারুশ রশীদ, দিমাশক, সিরিয়া (১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৪. আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), *লিসানুল মিয়ান*, মুআস্সিসাতুল আলামী, বয়রুত, লেবনান (১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৫. আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), *হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, দারুশ মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)

৬. আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), *ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী*, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)
৭. আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), *আন-নুকাতু আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ*
৮. আবু আওয়ানা : আবু আওয়ানা, ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আন-নাযশাপুরী (০০০-৩১৬ হি. = ০০০-৯২৮ খ্রি.), *আল-মুসতাখরাজ*, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)
৯. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. = ৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), *আস-সুনান*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)
১০. আবু হানিফা : আবু হানিফা, আন-নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে যুতী ইবনে মাহ আত-তায়মী আল-কুফী (৮০-১৫০ হি. = ৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.), *আল-ওয়াসিয়া (আল-আকীদা ওয়া ইলমুল কালাম মিন আ'মালিল ইমাম মুহাম্মদ যাহিদ আল-কাওসারী)*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)
১১. আবু হানিফা : আবু হানিফা, আন-নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে যুতী ইবনে মাহ আত-তায়মী আল-কুফী (৮০-১৫০ হি. = ৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.), *আল-ফিকহুল আকবর*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)
১২. আবু হানিফা : আবু হানিফা, আন-নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে যুতী ইবনে মাহ আত-তায়মী আল-কুফী (৮০-১৫০ হি. = ৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.), *আর-রিসালা ইলা উসমান আল-বক্তী (আল-আকীদা ওয়া ইলমুল কালাম মিন*

আ'মালিল ইমাম মুহাম্মদ যাহিদ আল-কাওসারী),  
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম  
সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

১৩. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে  
হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী  
(১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), আল-মুসনদ,  
আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (১৩৯৮  
হি. = ১৯৭৮ খ্রি.)

## ॥ই॥

১৪. ইবনুল জাওয়ী : আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান  
ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জাওয়ী  
(৫০৮-৫৭৯ হি. = ১১১৬-১২০১ খ্রি.), সিফাতুস  
সাফওয়া, দারুল মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান (প্রথম  
সংস্করণ: ১৩৩৩ হি. = ১৯৭৮ খ্রি.)

১৫. ইবনুস সালাহ : তকী উদ্দীন, আবু আমর, উসমান ইবনে আবদুর  
রহমান আশ-শাহরাযুরী (৫৫৭-৬৪৩ হি. =  
১১৬১-১২৪৫ খ্রি.), মা'রিফাতু আনওয়ায়ি উলুমিল  
হাদীস = মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ, আল-  
মাকতাবাতুস সালাফিয়া, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী  
আরব (১৩৮৯ হি. = ১৯৬৯ খ্রি.)

১৬. ইবনুস সালাহ : তকী উদ্দীন, আবু আমর, উসমান ইবনে আবদুর  
রহমান আশ-শাহরাযুরী (৫৫৭-৬৪৩ হি. =  
১১৬১-১২৪৫ খ্রি.), সিয়ানাযু সহীহ মুসলিম মিনাল  
ইখলাল ওয়াল গালাতি ওয়া হিমায়াযুহ মিনাল  
ইসকাতি ওয়াস সাকাত, দারুল আরব আল-  
ইসলামিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ:  
১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১৭. ইবনে আবদুল বারর : আবু উমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে  
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বারর আন-নামারী আল-  
কুরতুবী (৩৬৮-৪৬৩ হি. = ৯৮৭-১০৭১ খ্রি.),  
জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফযলিহি, দারুল কুতুব  
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ:  
১৩৯৮ হি. = ১৯৭৮ খ্রি.)

১৮. ইবনে আবদুল হাদী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল হাদী ইবনে আবদুল হামীদ ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী আল-জামাঙ্গলী আস-সালিহী আদ-দিমাশকী আল-হাম্বলী (৭০৫-৭৪৪ হি. = ১৩০৫-১৩৪৩ খ্রি.), *মুখতাসারু তাবাকাতি উলামায়িল হাদীস*

১৯. ইবনে আসাকির : তকীউদ্দীন, আবুল কাসিম, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ-দিমাশকী (৪৯৯-৫৭১ হি. = ১১০৫-১১৮৬ খ্রি.), *তারীখু মদীনাতি দামিশক ওয়া যিকরু ফযলিহা ওয়া তাসমিয়াতি মিন হল্লিহা মিনাল আমাসিল আওয়িজতায়ু বনুহায়হা মিন ওয়ারিদিয়হা ওয়া আহলিহা*, দারুল জীল, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

২০. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯-২৩৫ হি. = ৭৭৬-৮৪৯ খ্রি.), *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

২১. ইবনে আবু হাতিম : আবু মুহাম্মদ, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল মুনযির আত-তামীমী আল-হানযালী আর-রাযী (২৪০-৩২৭ হি. = ৮৫৪-৯৩৮ খ্রি.), *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, দায়িরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত ও দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭১ হি. = ১৯৫২ খ্রি.)

২২. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১-৭৭৪ হি. = ১৩০২-১৩৭৩ খ্রি.), *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, দারুল ফিকার, বয়রুত, লেবনান (১৪০২ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

২৩. ইবনে খুযায়মা : শায়খুল ইসলাম, আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা ইবনুল মুগীরা ইবনে সালিহ

ইবনে বকর আস-সুলামী আন-নায়সাপুরী আশ-শাফিয়ী (২২৩-৩১১ হি. = ৮৩৮-৯২৩ খ্রি.),  
আস-সহীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত,  
লেবনান (১৩৯০ হি. = ১৯৭০ খ্রি.)

২৪. ইবনে নুকতা

: আবু বকর, মুঈনুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল গনী  
ইবনে আবু বকর ইবনে শাজাআ ইবনে নুকতা আল-  
হাম্বলী (৫৭৯-৬২৯ হি. = ১১৮৩-১২৩১ খ্রি.),  
আত-তাকয়ীদু লি-মা'রিফাতি রুওয়াতিস সুনান  
ওয়াল মাসানীদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া,  
বয়রুত, লেবনান

২৫. ইবনে মাজাহ

: ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে  
ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯-২৭৩  
হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), আস-সুনান, দারুল কুতুব  
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৯ হি. =  
১৯৯৮ খ্রি.)

২৬. ইবনে মানজুহিয়া

: আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ  
ইবনে ইবরাহীম ইবনে মানজুহিয়া (০০০-৪২৮ হি.  
= ০০০-১০৩৭ খ্রি.), রিজালু সহীহ মুসলিম, দারুল  
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৪০৭ হি. = ১৯৮৬  
খ্রি.)

২৭. ইবনে হিব্বান

: আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ  
ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী  
আল-বসতী (০০০-৩৫৪ হি. = ০০০-৯৬৫ খ্রি.),  
আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি  
হিব্বান, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান  
(১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

## ॥উ॥

২৮. আল-উকায়লী

: আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে মুসা  
ইবনে হাম্মাদ আল-উকায়লী আল-মক্কী (০০০-২২৩  
হি. = ০০০-৯৩৪ খ্রি.) আয-যু'আফউল কবীর,  
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, মিসর (প্রথম  
সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

## ॥ক॥

২৯. আল-কারদারী

: মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব ইবনুল  
বায়হার আল-কারদারী (০০০-৭২৭ হি. =

০০০-১৩২৬ খ্রি.), *মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া কোয়েটা, পাকিস্তান (১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৩০. আল-কাস্তাল্লানী

: আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাস্তাল্লানী আল-মিসরী (৮৫১-৯২৩ হি. = ১৪৪৮-১৫১৭ খ্রি.), *ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

## ॥খ॥

৩১. আল-খতীবুল বগদাদী

: আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি. = ১০০২-১০৭২ খ্রি.), *তারীখু মদীনাতিস সালাম ওয়া আখবারু মুহাদ্দিসীহা ওয়া যিকরু কুত্তানিহাল উলামা মিন গায়রি আহলিহা ওয়া আরদীহা* = *তারীখু বগদাদ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

৩২. আল-খলীলী

: আবুল ইয়া'লা, খলীল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল খলীল আল-খায়ওয়ানী (০০০-৪৪৬ হি. = ০০০-১০৫৪ খ্রি.), *আল-ইরশাদ ফী মা'রিফাতি ওলামায়িল হাদীস*, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

## ॥জ॥

৩৩. আল-জুযাজানী

: আবু ইসহাক, ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আস-সা'দী আল-জুযাজানী (০০০-২৫৯ হি. = ০০০-৮৭৩ খ্রি.), *আহওয়ালুর রিজাল*, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

## ॥ত॥

৩৪. আত-তাবারানী

: আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), *আল-মু'জামুল কবীর*, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল



হিকম, মুসিল, ইরাক (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৪ হি.  
= ১৯৮৪ খ্রি.)

৩৫. আত-তাবারানী

: আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে  
আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-  
তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.),  
**মুসনদুশ শামিয়্যীন**, মুআসসিসাতুর রিসালা,  
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. =  
১৯৮৪ খ্রি.)

৩৬. আত-তিরমিযী

: মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা  
ইবনুয় যাহ্‌হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী  
আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২  
খ্রি.), **আল-জামি'উল কবীর** = **আস-সুনান**, দারুল  
গারব আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (১৪১৯ হি.  
= ১৯৯৮ খ্রি.)

## ৥ন ৥

৩৭. আন-নাওয়াবী

: আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ  
ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে  
মুহাম্মদ ইবনে হিয়াম ইবনুল হিয়ামী আল-হাওরানী  
আশ-শাফিযী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮  
খ্রি.), **আল-মিনহাজ শরহ সহীহহি মুসলিম ইবনিল  
হাজ্জাজ**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত,  
লেবনান

৩৮. আন-নাওয়াবী

: আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ  
ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে  
মুহাম্মদ ইবনে হিয়াম ইবনুল হিয়ামী আল-হাওরানী  
আশ-শাফিযী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮  
খ্রি.), **তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত**, দারুল কুতুব  
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

৩৯. আন-নাসায়ী

: আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে  
শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর  
ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-  
কবীর (২১৫-৩০৩ হি. = ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), **আল-  
মুজতাবা মিনাস সুনান** = **আস-সুনানুস সুগরা**,

মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর  
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

## ॥ব ॥

৪০. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী  
ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী  
আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬  
খ্রি.), আস-সুনানুল কুবরা, মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা  
আল-বায়, মক্কা মুকাররমা, সউদী আরব (১৪১৪ হি.  
= ১৯৯৪ খ্রি.)

৪১. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে  
ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী  
(১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), আল-  
জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন  
উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম  
ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ, দারুল  
কলম, বয়রুত, লেবনান (১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

৪২. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে  
ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী  
(১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), আত-  
তারীখুল কবীর, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া,  
বয়রুত, লেবনান

৪৩. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে  
ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী  
(১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), আয-  
যুআফাউস সগীর, দারুল ওয়া'যী আল-আরবী,  
হলব, মিসর (১৩৬৯ হি. = ১৯৪৯ খ্রি.)

## ॥ম ॥

৪৪. আল-মিযযী : আবুল হাজ্জাজ, জামালুদ্দীন, ইউসুফ ইবনে আবদুর  
রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনুয যকী আবু মুহাম্মদ  
আল-কাযাযী আল-কলবী আল-মিযযী (৬৫৪-৭৪২  
হি. = ১২৫৬-১৩৪১ খ্রি.), তাহযীবুল কামাল ফী  
আসমায়ির রিজাল, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত,  
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০০ হি. = ১৯৮০ খ্রি.)

৪৫. মুসলিম

: আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), আল-কুনা ওয়াল আসমা, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব (১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৪৬. মুসলিম

: আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

## ॥য ॥

৪৭. আয-যাহাবী

: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায় আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.), আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহ রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তা, দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জিদ্দা, সউদী আরব (১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৪৮. আয-যাহাবী

: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায় আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.), তায়কিরাতুল হুফফায় = তাবকাতুল হুফফায়, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৪৯. আয-যাহাবী

: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায় আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.), মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৫০. আয-যাহাবী

: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায় আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.), *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, মুআস্‌সা‌সা‌তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৫১. আয-যাহাবী

: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায় আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.), *যিকরু আসমায়ি মান তাকাল্লামা ফিহি ওয়া হুয়া মুসাকুন*, মাকতাবাতুল মানার, যুরকা, জর্ডান (১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৫২. আয-যাহাবী

: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায় আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.), *আল-মুগনী ফিয যুআফা*

৫৩. আয-যুবাইদী

: আবুল ফয়য, মুরতুযা, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রায্‌যাক আল-হুসাইনী আয-যুবাইদী (১১৪৫-১২০৫ হি. = ১৭৩২-১৭৯০ খ্রি.), *উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা ফী আদিদ্বাতি মাযহাবিল ইমাম আবী হানীফা মিম্মা ওয়াফাকা ফিহিল আইয়িম্মাতিস সিত্তা আও আহাদিহিম*, এইচ এম সান্দিদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান

॥ল॥

৫৪. আল-লালকায়ী

: আবুল কাসিম, হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবনে মনসুর আত-তাবারী আর-রাযী আল-লালকায়ী (১০০০-৪১৮ হি. = ১০০০-১০২৭ খ্রি.), *শরহ উসুলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ মিনাল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ ওয়া ইজমায়িস সাহাবা*, দারু তাইয়িবা, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০২ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

॥শ॥

৫৫. আশ-শাফিয়ী

: ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল আব্বাস ইবনে ওসমান ইবনে শাফি' ইবনে

আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদু মুনাফ আশ-শাফিয়ী আল-মুত্তালাবী আল-কুরাশী আল-মক্কী (১৫০-২০৪ হি. = ৭৬৭-৮২০ খ্রি.), *আল-মুসনদ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৩৭০ হি. = ১৯৫১ খ্রি.)

৫৬. আশ-শাহরাস্তানী

: আবুল ফতহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে আবু বকর আহমদ আশ-শাহরাস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হি. = ১০৮৬-১১৫৩ খ্রি.), *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*, দারুল মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

## ॥স॥

৫৭. আস-সালিহী

: শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (০০০-৯৪৬ হি. = ০০০-১৫৩৬ খ্রি.), *উক্বদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নু'মান*, মাকতাবাতুশ শায়খ, করাচি, পাকিস্তান

৫৮. আস-সায়মারী

: আবু আবদুল্লাহ, আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আস-সায়মারী আল-হানাতী (৩৫১-৪৩৬ হি. = ৯৬২-১০৪৫ খ্রি.), *আখবার আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহি*, মাকতাবাতুল মাআরিফ আশ-শরকিয়া (১৩৯৪ হি. = ১৯৯৪)

৫৯. আস-সুবকী

: তাজুদ্দীন, আবদুল ওয়াহহাব ইবনে তকীউদ্দীন আস-সুবকী (৭২৭-৭৭১ হি. = ১৩২৭-১৩৭০ খ্রি.), *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, দারু হিজরা, কায়রো, মিসর (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

৬০. আস-সুযুতী

: জালাল উদ্দীন, আবুল ফয়ল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুযুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

৬১. আস-সুযুতী

: জালাল উদ্দীন, আবুল ফয়ল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুযুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *তাবাকাতুল হুফায*, দারুল

কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম  
সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

৬২. আস-সুয়ুতী

: জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান  
ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হি. =  
১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), তাদরীবুর রাবী ফী শরহি  
তাকরীবিন নাওয়াবী, মাকতাবাতুর রিয়ায আল-  
হাদীসা, রিয়াদ, সউদী আরব

॥হ॥

৬৩. আল-হাকিম

: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে  
মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল  
হাকাম আল-হাকিম (৩২১-৪০৫ হি. =  
৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), আল-মুসতাদরাক আলাস  
সহীহাঈন, মাকতাবাতু আন-নাসার, রিয়াদ, সউদী  
আরব (১৩৮৮ হি. = ১৯৬৮ খ্রি.)

৬৪. আল-হাকিম

: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে  
মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল  
হাকাম আল-হাকিম (৩২১-৪০৫ হি. =  
৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), তাসমিয়াতু মান আখরাজাহমুল  
বুখারী ও মুসলিম ওয়া মানফারা কুল্লা ওয়াহিদিম  
মিনহুমা, মুআসসিসাতুর কুতুব, বয়রুত, লেবনান  
(১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৬৫. ইবনে হাযম

: আলী ইবনে আহমদ ইবনে সাঈদ ইবন হাযম  
আল-উনদুলুসী আয-যাহিরী (৩৮৪-৪৫৬ হি. =  
৯৯৫-১০৬৩ খ্রি.), আল-ফসল ফিল মিলাল ওয়াল  
আহওয়া ওয়ান নিহাল, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া,  
বয়রুত, লেবনান (১৩৯৭ হি. = ১৯৭৭ খ্রি.)

৬৬. আল-হাযসামী

: আবুল হাসান, নুরুদ্দীন, আলী ইবনে আবু বকর  
ইবনে সুলায়মান আল-হাযসামী আল-কাহিরী আল-  
মিসরী (৭৩৫-৮০৭ হি. = ১৩৩৫-১৪০৫ খ্রি.),  
মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ,  
দারুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (১৪০৭ হি. =  
১৯৮৭ খ্রি.)